Daily Monitoring Report

Directorate of Monitoring
Bangladesh Betar, Dhaka
e-mail: dmrbbd@gmail.com

Falgun 15, 1430 Bangla, February 28, 2024, Wednesday, No. 59, 54th year

HIGHLIGHTS

President Mohammed Shahabuddin urges all concerned in textile sector to be vigilant so that no vicious circle or self-interested clique can destroy the atmosphere of garment factories. (R. Today: 18)

PM Sheikh Hasina asks BD Police to intensify their efforts in eradicating militancy, terrorism, drug abuse & corruption, underscoring these actions as pivotal for the nation's peace, stability & future prosperity. (VOA: 11)

AL GS comments, BNP has now become silent because the party doesn't get what it wants from US. Adds, BNP wants US to impose sanctions but Washington says to advance relationship bet^n 2 countries. (R. Today: 18)

BNP SJSG Ruhul Kabir Rizvi comments that it is their old practice that the government is putting all the blame on BNP to cover up its failures. (R. Today: 18)

BNP claims 15 of its' leaders & activists who were arrested in connection with parliamentary elections died in custody either without receiving adequate medical care or as a result of torture & persecution during police remand. (VOA: 8)

The Supreme Court has ordered private universities in BD to pay a 15 percent tax on their earnings. (R. Today: 18)

Jatka is being hunted freely in the rivers of southern part of country. Although the fishermen of this region catch fish in violation of the ban, there is no supervision to take care of it. (R. Tehran: 13)

Discussions are going on regarding sexual harassment against a teacher of VNSC. Human rights activists say although there is an obligation to form committees to prevent sexual harassment in all educational institutions, most of them do not exist. (BBC: 3)

Dhaka is a city of grabbing. From sidewalks to public toilets, canals, rivers, everything is grabbed. Urban planners say, there is no one to watch the citizens in this Dhaka city of 20 million inhabitants. (DW: 14-15)

The govt. is set to raise electricity prices before the arrival of Romadan & summer. Basically, the decision to adjust electricity prices has been taken to phase out the subsidy. (BBC: 4)

The number of patients suffering from head & neck cancer in BD is increasing day by day. According to experts, of the total child cancer patients in BD, 8 to 10% are suffering from head & neck cancer. (BBC: 6)

দৈনিক মনিটরিং রিপোর্ট
মনিটরিং পরিদপ্তর, বাংলাদেশ বেতার, ঢাকা
ফাল্গুন ১৫, বাংলা ১৪৩০, ফেব্রুয়ারি ২৮, ২০২৪, বুধবার, নং- ৫৯, ৫৪তম বছর

শিরোনাম

কোন স্বার্থান্বেষী মহল পোশাক কারখানার পরিবেশ যাতে নষ্ট করতে না পারে সেদিকে সজাগ থাকতে বস্ত্র খাতের সংশ্লিষ্টদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন রাষ্ট্রপতি মোঃ সাহাবুদ্দিন। (রে. টুডে: ১৮)

উন্নত ও সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ে তোলার জন্য, শান্তি ও স্থিতিশীলতা বজায় রাখতে জঙ্গিবাদ, সন্ত্রাসবাদ, মাদক ও দুর্নীতি দমনে প্রাণবন্ত ভূমিকা পালনের জন্য পুলিশের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। (ভোয়া: ১১)

যুক্তরাষ্ট্রের কাছে কিছু না পেয়ে বিএনপি এখন চুপ হয়ে গেছে বলে মন্তব্য করেছেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের। তিনি বলেন, বিএনপি চেয়েছিল যুক্তরাষ্ট্র নিষেধাজ্ঞা দিবে কিন্তু ওয়াশিংটন দু'দেশের সম্পর্ক এগিয়ে নেওয়ার কথা বলেছে। (রে. টুডে: ১৮)

বিএনপি'র সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী বলেছেন সরকার তাদের ব্যর্থতা ঢাকতে বিএনপির উপর সব দায় চাপাচ্ছে এটি তাদের পুরনো অভ্যাস। (রে. টুডে : ১৮)

নির্বাচনকে কেন্দ্র করে গ্রেফতার হওয়া নেতাকর্মীদের ১৫জন কারা হেফাজতে মারা গিয়েছে বলে অভিযোগ করেছে বিএনপি। দলটির দাবি রিমান্ডের নামে 'নির্যাতন' এবং কারাগারে চিকিৎসার 'অবহেলায়' এসব নেতাকর্মীর মৃত্যু হয়। (ভোয়া: ৮)

দেশের সব বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়কে নিজেদের আয়ের উপর ১৫ শতাংশ হারে কর দিতেই হবে বলে রায় দিয়েছেন সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগ। (রে. টুডে: ১৮)

দেশের দক্ষিনাঞ্চলের নদ নদীতে অবাধে শিকার হচ্ছে জাটকা। নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে এই অঞ্চলের জেলেরা মাছ শিকার করলেও তা দেখভালে তেমন কোন নজরদারী নেই। (রে. তেহরান: ১৩)

সম্প্রতি ভিকারুননিসা ন্যূন স্কুল অ্যান্ড কলেজের একজন শিক্ষকের বিরুদ্ধে যৌন হয়রানির অভিযোগ ঘিরে নানা আলোচনা চলছে। মানবাধিকার কর্মী ও শিক্ষাবিদরা বলছেন, সব ধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যৌন হয়রানি প্রতিরোধের লক্ষ্যে কমিটি গঠনের বাধ্যবাধকতা থাকলেও বেশিরভাগ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে এর খুব একটা অস্তিত্ব নেই। (বিবিসি: ৩)

ঢাকা যেন একটি দখলের নগরী। ফুটপাত থেকে পাবলিক টয়লেট সবকিছুই দখল হয় রাজধানী শহরে। সড়ক, খাল, পুকুর, নদী সবখানেই দখলদারদের থাবা। নগর বিশ্লেষক আর পরিকল্পনাবিদরা বলছেন, দুই কোটি বাসিন্দার এই ঢাকা শহরে নাগরিকদের দেখার যেন কেউ নেই। (ডয়চে ভেলে: ১৪-১৫)

রোজা এবং একই সাথে গ্রীষ্মকাল আসার আগেই বিদ্যুতের দাম বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার। মূলত, ভর্তুকি থেকে ধীরে ধীরে বের হওয়ার জন্যই বিদ্যুতের দাম সমন্বয় করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। (বিবিসি: ৪)

সাম্প্রতিক বছরগুলোতে বাংলাদেশে 'হেড অ্যান্ড নেক' অর্থাৎ 'মাথা ও ঘাড়' ক্যান্সারে আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা দিন দিন বাড়ছে। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক শিশুও রয়েছে। বিশেষজ্ঞদের মতে, বাংলাদেশের শিশুরা যত ধরনের ক্যান্সারে ভোগে তার আট থেকে ১০ শতাংশই হেড অ্যান্ড নেক ক্যান্সারে আক্রান্ত। (বিবিসি: ৬)

বিবিসি

বাংলাদেশের স্কুল-কলেজে ছাত্রীদের যৌন নিগ্রহ প্রতিরোধে কী ব্যবস্থা আছে?

বাংলাদেশে সম্প্রতি ভিকারুননিসা ন্যূন স্কুল অ্যান্ড কলেজের একজন শিক্ষকের বিরুদ্ধে যৌন হয়রানির অভিযোগ ঘিরে নানা আলোচনা চলছে। সোমবার রাতে ওই শিক্ষককে গ্রেফতার করার পর সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে অনেকেই এই পদক্ষেপকে স্বাগত জানিয়েছেন। মানবাধিকার কর্মী ও শিক্ষাবিদরা বলছেন, সব ধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যৌন হয়রানি প্রতিরোধের লক্ষ্যে কমিটি গঠনের বাধ্যবাধকতা থাকলেও বেশিরভাগ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে এর খুব একটা অস্তিত্ব নেই। আর যেসব প্রতিষ্ঠানে কমিটি আছে, সেগুলোও খুব একটা কাজ করে না।

মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর অবশ্য দাবি করেছে যে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে যৌন হয়রানি প্রতিরোধ বিষয়ক কমিটি রয়েছে এবং সেগুলো নিয়মিত তদারকিও করা হয়। চলতি মাসে ঢাকার ভিকারুননিসা ন্যূন স্কুল অ্যান্ড কলেজের একজন পুরুষ শিক্ষকের বিরুদ্ধে যৌন হয়রানির অভিযোগ তুলেছেন প্রতিষ্ঠানটির শিক্ষার্থীরা। অভিযুক্ত শিক্ষকের বরখাস্ত ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে রোববার সকালে বিদ্যালয়ের সামনে বিক্ষোভও করেছেন তারা। ঘটনাটি ঘটেছে ভিকারুননিসা ন্যূন স্কুল অ্যান্ড কলেজের আজিমপুর শাখায়। তবে অভিযুক্ত শিক্ষক অবশ্য যৌন নির্যাতনের বিষয়টি অস্বীকার করেছেন। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যৌন নির্যাতনের এমন ঘটনা অবশ্য এটাই প্রথম নয়। এর আগে ২০১৫ সালে একই স্কুলে পরিমল জয়ধর নামে আরেকজন শিক্ষককে ধর্ষণের দায়ে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেয়া হয়েছিল। সেই ঘটনা ওই সময়ে সারা দেশে ব্যাপক আলোচনার জন্ম দিয়েছিল। এছাড়া ২০২৩ সালের সেপ্টেম্বরে একই স্কুলের নবম শ্রেণির এক শিক্ষার্থী এক শিক্ষকের বিরুদ্ধে যৌন হয়রানির অভিযোগ আনেন। সে ঘটনায় ওই শিক্ষককে ক্লাস থেকে প্রত্যাহার করা হয়। গঠন করা হয় তদন্ত কমিটি।

বাংলাদেশে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এবং কর্মক্ষেত্রে যৌন হয়রানি বন্ধে ২০০৯ সালে হাইকোর্টের দেওয়া নির্দেশনা রয়েছে। এতে সব ধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও কর্মক্ষেত্রে যৌন হয়রানি ও নিপীড়ন প্রতিরোধ কমিটি গঠনের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা (মাউশি) অধিদপ্তর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যৌন হয়রানি প্রতিরোধে কমিটি গঠন বিষয়ক সবশেষ নির্দেশনাপত্র দিয়েছে ২০২২ সালের ডিসেম্বরে। তখন এতে বলা হয়েছে, আদালতের নির্দেশ সত্ত্বেও "কিছু অফিস ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এ বিষয়ে এখনো কোনো কমিটি গঠন করা হয়নি, যা আদালত অবমাননার শামিল।" ওই নির্দেশনাপত্রে জরুরি ভিত্তিতে এ বিষয়ে কমিটি গঠনের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। মাউশি'র দেওয়া এই নির্দেশনা অনুযায়ী, প্রতিটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে পাঁচ সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করতে হবে। এই কমিটির বেশিরভাগ সদস্য হবেন নারী। কমিটির অন্তত দুইজন সদস্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বাইরে থেকে নিয়োগ করতে হবে। এই কমিটির ৩০ দিনের মধ্যে সুপারিশসহ তদন্ত প্রতিবেদন জমা দেয়ার নিয়ম রয়েছে। তবে বিশেষ ক্ষেত্রে এই সময় দ্বিগুণ হয়ে যেতে পারে। কমিটি ছাড়াও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সামনে যৌন হয়রানি প্রতিরোধ সংক্রান্ত একটি অভিযোগ বাক্স থাকারও নির্দেশনা রয়েছে মাউশির।

মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তরের কলেজ ও প্রশাসন শাখার পরিচালক প্রফেসর মো. শাহেদুল খবির চৌধুরী বিবিসি বাংলাকে বলেন, আদালতের নির্দেশনা অনুযায়ী প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যৌন হয়রানি প্রতিরোধ সম্পর্কিত একটি কমিটি থাকার কথা রয়েছে। এই কমিটি স্কুল কমিটি থেকে ভিন্ন। "এই কমিটিকে নির্দেশনা দেওয়া আছে যে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যৌন হয়রানির মতো ঘটনা ঘটলে দুই ধরনের ব্যবস্থা নেওয়া যেতে পারে। একটি হচ্ছে প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা। আরেকটি হচ্ছে আইনগত ব্যবস্থা।" কোনো কিছু আইনি পর্যায়ে চলে গেলে সেটি আইনি ব্যবস্থা নেয়ার পরামর্শ দেয়া আছে। এরকম একটা মেকানিজম আছে।" তিনি আরও বলেন, কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শুধু নারী শিক্ষার্থী নয় বরং কোনো নারী শিক্ষকও যদি যৌন হয়রানি বা নির্যাতনের শিকার হন, তাহলে তিনিও এই কমিটির কাছে অভিযোগ জানাতে পারবেন। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে এই কমিটি আছে কি না সেটি মনিটরিংয়ের ব্যবস্থা সম্পর্কে তিনি বলেন, মাউশির মাঠ পর্যায়ের কিছু কর্মী রয়েছে, যাদের কাজের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে এ ধরনের কমিটি আছে কি না এবং সেগুলো সঠিকভাবে কাজ করছে কি না, তা তদারকি করা। তারা এ সম্পর্কিত প্রতিবেদন মাউশির কাছে জমা দেয় বলে জানান তিনি। "মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের নির্দেশনা দেওয়া আছে এ জাতীয় কমিটিগুলো কাজ করছে কি না অথবা তাদের যে রিপোর্ট আসে, সেই রিপোর্টে এটি থাকে।" তবে মানবাধিকার কর্মী ও শিক্ষাবিদরা অবশ্য বলছেন যে, মাঠ পর্যায়ে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে যৌন হয়রানি প্রতিরোধে কী ধরনের ব্যবস্থা আছে এবং সেগুলো কাজ করছে কি না তার আসলে কোনো নজরদারি নেই।

চলতি মাসে ভিকারুননিসা ন্যূন স্কুলে শিক্ষকের বিরুদ্ধে যৌন হয়রানির অভিযোগ আনার পর এ ঘটনার তদন্তে ইতোমধ্যেই একটি কমিটি গঠন করেছে বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। প্রাথমিক তদন্তে ঘটনার সত্যতা খুঁজে পাওয়া গেছে বলেও তারা গত ২৫শে ফেব্রুয়ারি বিবিসি বাংলাকে নিশ্চিত করেছেন। এরপর ওই শিক্ষককে চাকরিচ্যুত না করে আজিমপুর শাখা থেকে প্রত্যাহার করে ঢাকার বেইলি রোডের অধ্যক্ষের কার্যালয়ে সংযুক্ত করা হয়। এতে ক্ষোভ প্রকাশ করেন শিক্ষার্থী ও অভিভাবকরা। পরে ওই শিক্ষককে গ্রেফতার করে পুলিশ।

শিক্ষাবিদ রাশেদা কে চৌধুরী বলেন, বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায় তো বটেই মাধ্যমিক এমনকি প্রাইমারি স্কুল পর্যায়েও যৌন হয়রানির খবরও বিভিন্ন সময়ে গণমাধ্যমে আসে। মিজ চৌধুরী মনে করেন, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যৌন হয়রানি বন্ধ না

হওয়ার পেছনে বেশকিছু কারণ রয়েছে। এর মধ্যে প্রথম, বেশিরভাগ ক্ষেত্রে যৌন হয়রানি হলেও সে সম্পর্কে কোনো অভিযোগ করা হয় না। দ্বিতীয়ত, সামাজিক কারণে বা হেনস্থা হওয়া বা মানসম্মানের ভয়ে অনেকে অভিযোগ করেন না। আর তৃতীয়ত, বিচার না পাওয়ার আশঙ্কায় অনেক অভিভাবক আর অভিযোগ করতে এগিয়ে আসেন না। আইনের দ্বারস্থ হলেও বেশিরভাগ ক্ষেত্রে বিচার হয় না, অনেক ক্ষেত্রে অভিযোগই নেওয়া হয় না। এ কারণে অভিভাবকের মধ্যে অনাস্থা রয়ে গেছে।

রাশেদা কে চৌধুরী বলেন, “বেশিরভাগ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে, এমনকি মহানগরীগুলোতেও বেশিরভাগ প্রতিষ্ঠানে এই কমিটি বা সেল গঠন করা হয়নি।” মিজ চৌধুরী বলেন, এই না হওয়ার পেছনে মূল দায় হচ্ছে ওই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধান এবং ম্যানেজিং কমিটি ও গভর্নিং বা পরিচালনা কমিটির। “একজন শিক্ষার্থী যে সাহস করে অভিযোগটা করবে, সেই জায়গাটাই যদি না থাকে, তাহলে সে যাবে কেন?” তিনি বলেন, প্রতিষ্ঠানগুলো যদি নিয়মতান্ত্রিক কাঠামোর মধ্যে থেকে যথাযথভাবে দায়িত্ব পালন করত, তাহলে এ ধরনের ঘটনা ঘটত না। সেটা হয় না বলেই এসব ঘটনা সামনে আসে। তিনি বলেন, বেশিরভাগ ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীরা জানেই না যে, এ ধরনের কোনো কমিটি স্কুল বা কলেজে রয়েছে। “শহরে যদিও বা কিছু জানে, গ্রামে-গঞ্জে এটা জানেই না। আর জানলেও অভিযোগ করতে সাহস করে না। আর অভিভাবক লেভেল থেকে অনাস্থা আছে যে করে কোনো লাভ হবে না, মাঝখান থেকে হেনস্থা হবে”, বলেছিলেন রাশেদা কে চৌধুরী।

শিক্ষাবিদ ড. মঞ্জুর আহমেদ বলেন, স্থানীয় আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর সদিচ্ছার অভাব, স্কুল কর্তৃপক্ষের মনোযোগের অভাবের কারণে এ ধরনের ঘটনা বন্ধ করা কঠিন হয়। এছাড়া অনেক ক্ষেত্রে শিক্ষকদের সংশ্লিষ্টতার কারণেও অনেক ঘটনা প্রতিরোধ করা সম্ভব হয় না বলে মনে করেন তিনি। “শিক্ষকরা এর মধ্যে জড়িয়ে যান, পুরুষ শিক্ষার্থীরা অনেকে ইভ-টিজিং-এর মধ্যে থাকে। এটা নানামুখী সমস্যা।”

আইন ও সালিশ কেন্দ্রের নির্বাহী পরিচালক ফারুক ফয়সাল বলেন, বাংলাদেশের প্রচলিত আইন অনুযায়ী শুধু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নয় বরং প্রতিটি প্রতিষ্ঠানে যৌন নির্যাতন প্রতিরোধী একটি কমিটি থাকার কথা। তবে এই কমিটি আদৌ আছে কি না তা তদারকির কোনো ব্যবস্থা নেই। একই সাথে কেউ এ ধরনের কমিটি না করলে তার কোনো শাস্তিও হচ্ছে না। ফলে দিন দিন এ ধরনের অপরাধ বেড়ে যাচ্ছে বলে মনে করেন তিনি।

শিক্ষাবিদ রাশেদা কে চৌধুরী বলেন, কতগুলো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এ ধরনের কমিটি রয়েছে তার একটি তালিকা থাকতে হবে। যেসব প্রতিষ্ঠানে কোনো কমিটি নেই তাদেরকে দায়বদ্ধ করতে হবে। এসব ব্যাপারে সরকারের শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় যৌথভাবে কাজ করতে পারে বলে মনে করেন তিনি। তারা তদারকি করতে পারে যে কমিটিগুলো গঠন করা হয়েছে কি না। বাংলাদেশের মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে সরকারি মাত্র ১০-১২%। বাকিগুলো বেসরকারিভাবে পরিচালিত। তবে এগুলো সরকারি সাহায্যপুষ্ট বা এমপিওভুক্ত। এগুলোকে নিয়মতান্ত্রিকতার মধ্যে আনার উপর জোর দেন তিনি। এছাড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধান নিয়মিত শিক্ষার্থীদের জানানোর ব্যবস্থা করতে পারেন যে, কারো কোনো ধরনের অভিযোগ থাকলে সেটি জানানোর ব্যবস্থা রয়েছে।

শিক্ষাবিদ ড. মঞ্জুর আহমেদ বলেন, প্রতিটি স্কুলে অভিভাবক, স্থানীয় শিক্ষা বিষয়ক বেসরকারি সংস্থার প্রতিনিধিদের নিয়ে এই সমস্যাটা আলোচনা করতে হবে এবং ঠিক করতে হবে যে কী ধরনের ব্যবস্থা নেওয়া যায়। স্থানীয় জনপ্রতিনিধি, পুলিশ বা আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সহায়তা নেওয়া যেতে পারে বলেও তিনি পরামর্শ দিচ্ছেন।
(বিবিসি ওয়েব পেজ : ২৭.০২.২০২৪ নারগীস)

মার্চ থেকে বিদ্যুতের দাম বাড়ছে, সমন্বয় হবে তেলের দামও

রোজা এবং একই সাথে গ্রীষ্মকাল আসার আগেই বিদ্যুতের দাম প্রতি ইউনিটে ৩৪ থেকে ৭০ পয়সা পর্যন্ত দাম বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার। মঙ্গলবার বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ প্রতিমন্ত্রী নসরুল হামিদ সচিবালয়ে এ ঘোষণা দেন। তিনি জানান, মার্চের প্রথম সপ্তাহ থেকেই বিদ্যুতের দামের বিষয়টি কার্যকর করা হবে। মূলত, ভর্তুকি থেকে ধীরে ধীরে বের হওয়ার জন্যই বিদ্যুতের দাম সমন্বয় করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। তবে শুধু বিদ্যুৎ না, গ্যাসের দামও সমন্বয় করার কথা জানিয়েছেন প্রতিমন্ত্রী। তবে সেটি আবাসিক বা শিল্প খাতে এখনই বাড়বে না। যে গ্যাস ব্যবহার করে বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হয়, সেটির দাম কিছুটা বাড়বে। তিনি বলেন, বিশ্ব বাজারে দাম বাড়লে দেশের বাজারেও গ্যাসের দাম বাড়ানো হয়। আর বিশ্ব বাজারে দাম কমলে দেশেও গ্যাসের দাম কমে যাবে। এটিও মার্চের প্রথম সপ্তাহ থেকে কার্যকর হবে। এর আগে প্রতিমন্ত্রী জানিয়েছিলেন, জ্বালানি তেলের দামও মার্চের প্রথম সপ্তাহে সমন্বয় হবে। এখন থেকে ‘ডায়নামিক প্রাইস' নীতি অনুসরণ করা হবে। যখন বিশ্ববাজারে অপরিশোধিত তেলের দাম বাড়লে অথবা কমলে সমন্বয় করা হবে। অর্থাৎ কিছুদিন পরপর তেলের দাম সমন্বয় করা হবে।

প্রতিমন্ত্রী জানান, প্রতিবছর শুধুমাত্র বিদ্যুৎ খাতে সরকারকে ৪৩ হাজার কোটি টাকা ভর্তুকি দিতে হয় এবং জ্বালানির ক্ষেত্রে দিতে হয় ৬ হাজার কোটি টাকা। তিনি বলেন, “আগামী কয়েক বছর ধরে আমরা এই দামটা সমন্বয় করব...বিদ্যুতের ক্ষেত্রে উৎপাদনে অতিরিক্ত খরচ দিতে হচ্ছে, সেখানে সমন্বয় করতে হবে। “আগামী বছর আমাদের নিউক্লিয়ার চলে আসবে। ভারত থেকে কম দামে বিদ্যুৎ আসছে। দুই বছরের মাঝে দুই হাজার মেগাওয়াট সোলার এটার সাথে যোগ হবে। কিন্তু তারপরও যে ভর্তুকিটা রয়ে যাবে, তা ডলারের দামের পার্থক্যের কারণে। সেই কারণেই

এই দামটা আমাদের সমন্বয় করা দরকার।” ডলারের দাম প্রসঙ্গে প্রতিমন্ত্রীর ভাষ্য, “আমরা যখন কয়লার পাওয়ার প্লান্টগুলো নিয়ে আসছি, সেই সময়ে ডলারের যে ভ্যালু এবং কয়লার যে দাম ছিল, তা অনেক পরিবর্তন হয়েছে। প্রতি ডলারে প্রায় ৪০ টাকা পার্থক্য হয়ে গেছে।” “যখন কয়লা পাওয়ার প্লান্ট ছিল, তখন ৭০-৮০ টাকা ধরে ডলারের ভ্যালু করছিলাম। এখন আমাদেরকে সরকারিটার ভ্যালু ধরতে হয় ১১০ টাকা। বেসরকারিটা আরও বেশি দাম। সুতরাং, এই যে দামের তারতম্য, এটিকে আমাদের সমন্বয় করতে হবে।”

বিদ্যুতের ইউনিট প্রতি দাম বেড়ে যাওয়াকে ‘দাম বৃদ্ধি’ না বলে বারবার ‘দাম সমন্বয়’ বলছিলেন প্রতিমন্ত্রী। “পৃথিবীর সব দেশেই জ্বালানির দামের ওপর বিদ্যুতের দাম ওঠা-নামা করে। সুতরাং, এটার সাথে আমাদের সমন্বয় করতে হবে। এছাড়া আর কোনো উপায় নাই,” যোগ করেন তিনি। “আমরা এখন খুবই অল্প পরিমাণে...(বাড়াচ্ছি)। কম বিদ্যুৎ ব্যবহারকারীদের জন্য প্রতি ইউনিট ৩৪ পয়সা এবং উপরের লেভেলের (সর্বোচ্চ ব্যবহারকারী) জন্য হয়তো ৭০ পয়সা...(বাড়ানো হবে)।” তিনি আরও বলেন, “আমাদের লাইফলাইন গ্রাহক আছে প্রায় ১ কোটি ৪০ লক্ষ, তারা প্রতি ইউনিটে ৪ টাকা করে বিল দেয়। উপরের দিকে যারা, তাদের ৭ টাকা করে চার্জ হয়। কিন্তু আমাদের গড় উৎপাদন খরচ ১২ টাকা। তাই, সরকারের একটা বড় অংশ এখানে ভর্তুকি হিসেবে যোগ হচ্ছে। এই ভর্তুকির পরিমাণ আরও বেশি বাড়ছে ডলারের দামের পার্থক্যের কারণে।” একবারে দাম বাড়ালে গ্রাহকরা যাতে ভোগান্তিতে না পড়েন, তাই বিদ্যুতের দাম ধীরে ধীরে সমন্বয় করা প্রয়োজন বলে মনে করছেন প্রতিমন্ত্রী। তিনি বলেন, “আমরা যদি সময়মতো, আস্তে-আস্তে, ধীরে-ধীরে এটার এডজাস্টমেন্টে না যাই...আমাদের টার্গেট হলো, আমরা আগামী তিন বছর এটিকে সমন্বয় করব। যাতে সহনীয় পর্যায়ে থেকে সমন্বয় হয়, সেটার একটা ব্যবস্থা আমরা নিয়েছি। প্রাইসিংটাকে আমরা রি-এডজাস্টমেন্ট করতেছি।” মার্চের প্রথম সপ্তাহ থেকে বিদ্যুতের দামের ক্ষেত্রে সমন্বয় শুরু হবে জানিয়ে তিনি আরও বলেন, “গ্যাসের দামের এডজাস্টমেন্ট গ্রাহক পর্যায়ে হচ্ছে না, বিদ্যুতের পর্যায়ে হচ্ছে। অর্থাৎ আবাসিক খাতেও গ্যাস ব্যবহারে দাম বাড়ছে না, ইন্ডাস্ট্রিতেও হচ্ছে না...বিদ্যুতের গ্যাসের দাম ৭৫ পয়সা বাড়বে।”

(বিবিসি ওয়েব পেজ : ২৭.০২.২০২৪ নারগীস)

গ্রাহকের হিসেব থেকে নয় লাখ টাকা 'উধাও', এক্ষেত্রে প্রতিকারের উপায় কী?

বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলের বিভাগীয় শহর বরিশালের একজন বাসিন্দা অভিযোগ করছেন যে, সেখানকার একটি বেসরকারি ব্যাংকে তার হিসেব থেকে নয় লাখ টাকা 'উধাও' হয়ে গেছে। এনিয়ে ব্যাংকের অভিযোগ দায়ের করা হলেও পুরো বিষয়টি ব্যাংকের তরফ থেকে তার উপর চাপিয়ে দেয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে বলেও তিনি অভিযোগ করেন। বরিশালের বাসিন্দা হলেও মোহাম্মদ হাসান খান বিন মোহাম্মদ সুলতান খান গত ১৫ বছর যাবত মালয়েশিয়া প্রবাসী। দেশে টাকা পাঠানোর সুবিধার্থে তিনি বরিশালে বেসরকারি ডাচ-বাংলা ব্যাংকে একটি অ্যাকাউন্ট খোলেন ২০১৮ সালে। মি. খান সম্প্রতি বিবিসি বাংলার কাছে অভিযোগ করেছেন, তার অ্যাকাউন্ট থেকে তিনটি চেকের মাধ্যমে বিভিন্ন সময় নয় লাখ টাকা তুলে নেয়া হয়েছে। কিন্তু এসব চেক তিনি ইস্যু করেননি বলে দাবি করেন মি. খান। গত ১৯শে ডিসেম্বর তিনি অ্যাকাউন্টে লেনদেন করতে গিয়ে বিষয়টি তার নজরে আসে। এ বিষয়টি নিয়ে গত ২১শে ডিসেম্বর ডাচ-বাংলা ব্যাংকের বরিশাল শাখায় তিনি একটি লিখিত অভিযোগও দায়ের করেছেন। সেখানে প্রতিকার না পেয়ে মি. খান গত ২২শে জানুয়ারি ডাচ-বাংলা ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়ে অভিযোগ দায়ের করেন। মি. খান অভিযোগ করেন, তার অজান্তে তার হিসেব থেকে টাকা অন্যত্র চলে গেছে।

বিষয়টি নিয়ে বিবিসি বাংলার তরফ থেকে যোগাযোগ করা হয় ডাচ বাংলা ব্যাংকের বরিশাল শাখার ব্যবস্থাপক মো. আলমগীর হুমায়ুনের সাথে। মি. হুমায়ুন বলেন, “উনি তো আমাদের হেড অফিসে অভিযোগ করেছেন। হেড অফিস বিষয়টা দেখতেছে, বিষয়টা এ রকম। উনি চেক দিয়েছেন হয়তো কাউকে। সে চেক দিয়ে ওনার টাকা উনি তুলে নিয়ে গেছেন।” মি. হুমায়ুন দাবি করছেন, তারা বরিশাল শাখার পক্ষ থেকে দেখেছেন, যেসব চেকের মাধ্যমে টাকা তুলে নেয়া হয়েছে, সেখানে গ্রাহকের স্বাক্ষর রয়েছে। চেক অনার করার ক্ষেত্রে ব্যাংক সব ধরনের নিয়ম মেনে করেছে বলে তিনি উল্লেখ করেন। ব্যাংক হিসেবে থেকে টাকা উধাও হয়ে যাওয়া নিয়ে মোহাম্মদ হাসান খান বিন মোহাম্মদ সুলতান যে অভিযোগ করছেন, সেটি একটি উদাহরণ মাত্র। প্রকৃতপক্ষে মি. খানের ক্ষেত্রে ঘটেছে সেটি এখনো তদন্তের মাধ্যমে প্রমাণিত হয়নি। এখানে কোনো জালিয়াতির ঘটনা ঘটেছে কি না- সেটিও তদন্ত শেষ না হওয়ার আগ পর্যন্ত বলা যাচ্ছে না। বিষয়টি নিয়ে ব্যাংক তদন্ত করছে বলে জানিয়েছে।

ব্যাংক হিসেবে লেনদেনের ক্ষেত্রে যাতে কোনো জালিয়াতির ঘটনা না ঘটে কিংবা গ্রাহকের স্বার্থহানি না হয়, সেজন্য বাংলাদেশ ব্যাংক কিছু নীতিমালা করেছে। টাকা লেনদেন করার ক্ষেত্রে ব্যাংক কোনো ধরনের নিয়ম অনুসরণ করবে এবং গ্রাহকের স্বার্থ ক্ষুণ্ন হলে সেটির প্রতিকার পাওয়ার বিষয়ে বাংলাদেশ ব্যাংকের কিছু বিধি রয়েছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের ফাইন্যান্সিয়াল ইনক্লুশন ডিপার্টমেন্ট এবং ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেগ্রিটি অ্যান্ড কাস্টমার সার্ভিস ডিপার্টমেন্ট এসব নির্দেশনা দিয়েছে।

বাংলাদেশ ব্যাংক বলছে, একটি স্থিতিশীল আর্থিক ব্যবস্থা গড়ে তোলার পাশাপাশি ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সেবার মানোন্নয়ন এবং গ্রাহকদের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য তারা যথেষ্ট গুরুত্ব দেয়। সেজন্য নানা নিয়ম-কানুন তৈরি করা

হয়েছে। কোনো ব্যাংক সম্পর্কে যদি গ্রাহকের অভিযোগ থাকে, তাহলে বাংলাদেশের নম্বর ১৬২৩৬ নম্বরে ডায়াল করে অভিযোগ জানাতে পারেন। এছাড়া ই-ইমেল করে কিংবা চিঠি দিয়ে অভিযোগ দায়ের করার সুযোগ আছে।

এক্ষেত্রে বাংলাদেশ ব্যাংকের তরফ থেকে তিনটি ধাপে অভিযোগ- প্রথম ধাপটি হচ্ছে, যে শাখায় ঘটনাটি ঘটেছে সে শাখায় ব্যবস্থাপকের কাছে অভিযোগ দায়ের করে প্রতিকার চাওয়া যেতে পারে। দ্বিতীয়টি হচ্ছে, গ্রাহকের অভিযোগ যদি সংশ্লিষ্ট শাখা নিষ্পত্তি করতে না পারে, তাহলে সেই ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়ে অভিযোগ করা। তৃতীয় ধাপটি হচ্ছে, ব্যাংক যদি অভিযোগের প্রতিকার দিতে না পারে, তাহলে গ্রাহক বাংলাদেশ ব্যাংকে অভিযোগ দায়ের করতে পারে।

তবে যেসব অভিযোগ আদালতে বিচারাধীন থাকে, সেগুলোর বিষয়ে বাংলাদেশ ব্যাংক কোনো ব্যবস্থা নিতে পারে না। এছাড়া অভিযোগের স্বপক্ষে যদি পর্যাপ্ত তথ্য-প্রমাণ না থাকে, সেক্ষেত্রেও কেন্দ্রীয় ব্যাংক কোনো নিষ্পত্তি করতে পারে না।

সাবেক ব্যাংকার নুরুল আমিন বলেন, তথ্য-প্রমাণ যদি গ্রাহকের পক্ষে থাকে, তাহলে তার স্বার্থ কোনোভাবেই ক্ষুণ্ণ হবে না। তিনি বলেন, গ্রাহকের হিসেব থেকে টাকা উধাও হয়ে যাওয়ার কোনো অভিযোগ আসলে ব্যাংক সেটিকে বেশ গুরুত্ব সহকারে দেখে। কারণ এর সাথে গ্রাহকদের আস্থার বিষয়টি জড়িত। "এটা গ্রাহকদের আস্থার ব্যাপার। ব্যাংকে টাকা রাখলে এবং সেটি চলে গেলে গ্রাহক যদি প্রতিকার না পায়, সেটার প্রভাব অনেক বেশি হয়। এটা ব্যাংকাররা অনুধাবন করে।" "ব্যাংকাররা এটা জানে যে, কোনো না কোনোভাবে অবৈধ উপায়ে অ্যাকাউন্ট থেকে টাকা চলে গেলে সেটা তারা দিতে বাধ্য থাকবে।"

গত দেড় দশকে বাংলাদেশে ব্যাংকিং ব্যবস্থায় অনেক পরিবর্তন এসেছে। অটোমেটেড চেকবই, অনলাইন ব্যাংকিংসহ নানা পরিবর্তন হয়েছে। লেনদেনের ক্ষেত্রেও যথেষ্ট নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা নেয়ার বিধান রয়েছে। কিন্তু তারপরেও মাঝ-মধ্যে নানা অভিযোগ পাওয়া যায়। "ব্যাংকের প্রতিটি লেনদেনের একটি ট্রেইল বা পিছু দাগ থাকে। ব্যাংকের ভেতরে কাউকে না কাউকে ব্যবহার না করলে অ্যাকাউন্ট থেকে টাকা বের করে নিয়ে যাওয়া সহজ নয়।"

ব্যাংকাররা বলছেন, গ্রাহকের উচিত তাদের অ্যাকাউন্ট ব্যালেন্স সম্পর্কে প্রতিনিয়ত খোঁজ-খবর রাখা বা আপডেট থাকা।

বাংলাদেশ ব্যাংকের ফাইন্যান্সিয়াল ইনক্লুশন ডিপার্টমেন্ট-এর নিয়ম অনুযায়ী কোনো গ্রাহক যদি বেশি অংকের চেক ইস্যু করে, তাহলে গ্রাহকের পক্ষ থেকে একটি সম্মতিপত্র দিতে হবে। এক্ষেত্রে ব্যক্তির ক্ষেত্রে পাঁচ লক্ষ টাকা ও তার বেশি টাকার চেক পরিশোধের ক্ষেত্রে 'পজিটিভ পে' বা 'গ্রাহক সম্মতি' প্রয়োজন। ব্যাংকার নুরুল আমিন বলছেন, যে-কোনো লেনদেনের ক্ষেত্রে ব্যাংকাররা খুবই সচেতন ও সাবধান থাকেন। এক্ষেত্রে বাংলাদেশ ব্যাংকের নিয়মের ব্যত্যয় হয় না বলে তিনি উল্লেখ করেন।

বাংলাদেশ ব্যাংকের নিয়ম বলছে, চেক জাল করে গ্রাহকের হিসাব থেকে অর্থ জালিয়াতি বা প্রতারণার ঘটনায় ব্যাংকের নিজস্ব তদন্তে যদি প্রমাণ হয় যে, সংশ্লিষ্ট ব্যাংকের কর্মকর্তা বা কর্মচারীরা জড়িত আছে, তাহলে গ্রাহককে তাৎক্ষণিকভাবে দাবি পূরণ করতে হবে। ব্যাংকাররা বলছেন, কোনো গ্রাহক যদি ব্যাংক কিংবা কেন্দ্রীয় ব্যাংকের পদক্ষেপে সন্তুষ্ট না হয়, সেক্ষেত্রে আদালতে প্রতিকার পাওয়ার সুযোগ রয়েছে। মি. আমিন বলেন, গ্রাহকের টাকা অন্যায়ভাবে তছরূপ করে পার পাওয়ার খুব একটা নজির নেই। (বিবিসি ওয়েব পেজ : ২৭.০২.২০২৪ নারগীস)

হেড অ্যান্ড নেক ক্যান্সার কেন হয়?

সাম্প্রতিক বছরগুলোতে বাংলাদেশে 'হেড অ্যান্ড নেক' অর্থাৎ 'মাথা ও ঘাড়' ক্যান্সারে আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা দিন দিন বাড়ছে। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক শিশুও রয়েছে। বিশেষজ্ঞদের মতে, বাংলাদেশের শিশুরা যত ধরনের ক্যান্সারে ভোগে তার আট থেকে ১০ শতাংশই হেড অ্যান্ড নেক ক্যান্সারে আক্রান্ত। শিশুদের মধ্যে এই ক্যান্সার জিনগত কারণে হয় বলে এটি প্রতিরোধের কোনো উপায় নেই। তবে প্রাপ্তবয়স্কদের এই ক্যান্সারে আক্রান্ত হওয়ার পেছনে বেশ কয়েকটি কারণ রয়েছে যা প্রতিরোধ করা যেতে পারে।

প্রাথমিক অবস্থায় রোগটি নির্ণয় হলে এবং সঠিক সময় চিকিৎসা নিলে সব বয়সী রোগীর শতভাগ সেরে ওঠা সম্ভব। কিন্তু দেরিতে শনাক্ত হলে এর ফল মারাত্মক হতে পারে। এই প্রতিবেদনে হেড অ্যান্ড নেক ক্যান্সারের বিষয়ে বিস্তারিত জানব, যার সব তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে ব্রিটেনের জাতীয় স্বাস্থ্য সংস্থা, যুক্তরাষ্ট্রের সেন্টার ফর ডিজিজ কন্ট্রোল ও নাক কান গলা বিশেষজ্ঞদের কাছ থেকে।

হেড অ্যান্ড নেক ক্যান্সার বলতে মানুষের মাথা থেকে ঘাড় পর্যন্ত অন্তত ৩০টি অংশের ক্যান্সারকে বুঝিয়ে থাকে। এর মধ্যে রয়েছে মানুষের নাক, নাকের গহ্বর, সাইনাস, ঠোঁট, জিহ্বা, মাড়ি, গালের ভেতরের অংশ, মুখের তালু, গলা, কণ্ঠনালী, শ্বাসনালী, খাদ্যনালী, টনসিল, লালাগ্রন্থি, হেড নেকের ত্বক, ইত্যাদি। ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব ক্যান্সার রিসার্চ অ্যান্ড হসপিটালের সর্বশেষ প্রকাশিত ২০১৫ সাল থেকে ২০১৭ সালের রিপোর্ট অনুযায়ী, পুরুষের প্রথম ১০টি ক্যানসারের মধ্যে অন্তত চারটি এই হেড অ্যান্ড নেক ক্যান্সারের সাথে সম্পৃক্ত। অন্যদিকে, নারীদের প্রথম ১০টি ক্যান্সারের মধ্যে তিনটি হেড অ্যান্ড নেক ক্যানসারের সাথে সম্পৃক্ত। অর্থাৎ সব ক্যান্সারের মধ্যে হেড অ্যান্ড নেক ক্যান্সারে আক্রান্তের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি। হেড অ্যান্ড নেক ক্যান্সার বলতে মানুষের মাথা থেকে ঘাড় পর্যন্ত অন্তত ৩০টি অংশের ক্যান্সারকে বুঝিয়ে থাকে। মাথা ও ঘাড়ের একেকটি অংশের ক্যান্সারের ক্ষেত্রে একেক ধরনের লক্ষণ

দেখা দেয়। তাই নীচের লক্ষণের কোনো একটি বা একাধিক দেখা দিলে এবং ১৫ দিনেও না সারলে দেরী না করে একজন নাক কান গলা বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিতে বলেছেন চিকিৎসকরা।
(বিবিসি ওয়েব পেজ : ২৭.০২.২০২৪ নারগীস)

ভয়েস অফ আমেরিকা

তেল ও এলএনজি আমদানিতে অর্থায়ন করবে আইটিএফসি

বাংলাদেশে তেলের সঙ্গে এলএনজি আমদানিতে অর্থায়ন করার আগ্রহ প্রকাশ করেছেন ইন্টারন্যাশনাল ইসলামিক ট্রেড ফিন্যান্স করপোরেশনের (আইটিএফসি) প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা ইঞ্জিনিয়ার হানি সালেম সুনবল। মঙ্গলবার (২৭ ফেব্রুয়ারি) সচিবালয়ে, বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ প্রতিমন্ত্রী নসরুল হামিদের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করে এই আগ্রহের কথা জানান আইটিএফসি প্রধান। তিনি বলেন, “প্রাথমিকভাবে ৫০ কোটি ডলার অর্থায়ন করা হবে; পর্যায়ক্রমে তা বাড়তে পারে। বাংলাদেশের সঙ্গে কৌশলগত অংশীদারিত্ব বাড়াতে আমরা আগ্রহী।” আইটিএফসি প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তাকে ধন্যবাদ জানান প্রতিমন্ত্রী নসরুল হামিদ। বলেন, “বিদ্যমান সম্পর্ক আরো বাড়াতে আমরা ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করবো।” “বাংলাদেশের অর্থনীতির আকার উত্তরোত্তর বড় হচ্ছে। বাংলাদেশে চলমান ও পরিকল্পনাধীন প্রকল্পে বিপুল বিনিয়োগের সুযোগ রয়েছে;” যোগ করেন প্রতিমন্ত্রী হামিদ। তিনি বলেন, তেল রিফাইনারি, তেল ও গ্যাস পরিবহনের পাইপলাইন, সাশ্রয়ী জ্বালানির বিদ্যুৎ, নবায়নযোগ্য জ্বালানিসহ বিভিন্ন বিষয়ে বিনিয়োগ ও অর্থায়নের জন্য খোলামেলা আলোচনা হয়েছে। “আমরা সাশ্রয়ী মূল্যে নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ দিতে চাই। বিতরণ ও সঞ্চালন ব্যবস্থার আধুনিকীকরণেও আইটিএফসি সহযোগিতা করতে পারে;” উল্লেখ করেন প্রতিমন্ত্রী নসরুল হামিদ। এদিকে, সরকারি, বেসরকারি ও ক্যাপটিভ বিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলোতে, খুচরা গ্যাসের দাম ইউনিট প্রতি দশমিক ৭৫ টাকা বাড়িয়েছে বাংলাদেশ সরকার। নতুন দাম ১ ফেব্রুয়ারি থেকে কার্যকর বলে গণ্য হবে। রবিবার (২৫ ফেব্রুয়ারি) এ সংক্রান্ত একটি প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়েছে। এতে বলা হয়, রেন্টাল এবং সরকারি-বেসরকারি বিদ্যুৎকেন্দ্রগুলোকে প্রতি ইউনিট গ্যাসের মূল্য বর্তমানে ১৪ টাকার পরিবর্তে ১৪ দশমিক ৭৫ টাকা এবং ক্যাপটিভ, ছোট ও বাণিজ্যিক বিদ্যুৎকেন্দ্রগুলোকে প্রতি ইউনিট গ্যাসের মূল্য ৩০ টাকার পরিবর্তে ৩০ দশমিক ৭৫ টাকা করে পরিশোধ করতে হবে। বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরি কমিশন (বিইআরসি) আইনের নতুন সংশোধনী অনুযায়ী, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ এক প্রশাসনিক আদেশের মাধ্যমে এই দাম নির্ধারণ করে। নতুন আইনটি সরকারকে যেকোনো সময় নিয়ন্ত্রক সংস্থার এখতিয়ারকে পাশ কাটিয়ে সব ধরনের জ্বালানির দাম নির্ধারণের ক্ষমতা দিয়েছে। এর আগে, এই ধরনের গ্রাহকদের জন্য গ্যাসের দাম বাড়ানো হয় ২০২৩ সালের ১৮ জানুয়ারি। তা ২০২৩ সালের ১ ফেব্রুয়ারি থেকে কার্যকর করা হয়। বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ প্রতিমন্ত্রী নসরুল হামিদ এর আগে বলেছিলেন, গ্যাসের দাম আবার সমন্বয় করা হবে। অন্যদিকে, আগামী ১ মার্চ থেকে বিদ্যুতের দাম বাড়বে বলে জানিয়েছেন বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজসম্পদ প্রতিমন্ত্রী নসরুল হামিদ। মঙ্গলবার(২৭ ফেব্রুয়ারি) নিজ দপ্তরে সাংবাদিকদের তিনি একথা বলেন। প্রতিমন্ত্রী বলেন, প্রতি ইউনিট বিদ্যুতের দাম বাড়তে পারে দশমিক ৩৪ টাকা থেকে দশমিক ৭০ টাকা। বিদ্যুৎ খাতে এখন যে ভর্তুকি দেয়া হচ্ছে, তা থেকে বেরিয়ে আসার সরকারি উদ্যোগের অংশ হিসেবে এ পদক্ষেপ নেয়া হচ্ছে বলে জানান প্রতিমন্ত্রী নসরুল হামিদ। সর্বশেষ গত বছরের মার্চে বিদ্যুতের দাম বাড়িয়েছিলো সরকার। বিপিডিবির ২০২২-২৩ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদন অনুযায়ী, ৯৮ হাজার ৬৪৬ কোটি টাকা ব্যয়ে ৮৭ হাজার ২৪ মিলিয়ন কিলোওয়াট ঘণ্টা বিদ্যুৎ উৎপাদন হয়েছে। প্রতি ইউনিট বিদ্যুৎ-এর উৎপাদন খরচ হয়েছে ১১ দশমিক ৩৩ টাকা। আর, প্রতি ইউনিট বিদ্যুৎ বিক্রি হয়েছে ৬ দশমিক ৭০ টাকায়। এতে, প্রতি ইউনিটে লোকসান হয়েছে প্রায় ৪ দশমিক ৬৩ টাকা। এই ভারসাম্যহীনতার কারণে ২০২২-২৩ অর্থবছরে ৪৭ হাজার ৭৮৮ কোটি টাকার লোকসান হয়েছে। (ভোয়া ওয়েব পেজ : ২৭.০২.২০২৪ এলিনা)

বিএনপির ১৫ নেতাকর্মীর কারা হেফাজতে মৃত্যুর অভিযোগ, সরকারের কাছে তথ্য নেই

দ্বাদশ সংসদ নির্বাচনকে করে গ্রেফতার হওয়ার নেতাকর্মীদের মধ্যে ১৫ জন কারা হেফাজতে মৃত্যুর অভিযোগ তুলেছে বিএনপি। রিমান্ডের নামে ‘নির্যাতন’ এবং কারাগারে চিকিৎসার ‘অবহেলায়’ এসব নেতাকর্মীর মৃত্যু হয়েছে অভিযোগ করে আন্তর্জাতিকভাবে তার তদন্ত এবং ক্ষতিপূরণের দাবিতে আদালতে রিট দায়ের করেছে দলটি। অন্যদিকে সরকার বলছে- কারাগারে বিএনপির এতো নেতাকর্মীর মৃত্যুর তথ্য তাদের জানা নেই। ‘মিথ্যাচারের’ রাজনীতির কৌশলের অংশ হিসেবে বিএনপি এসব অভিযোগ আনছে। বিএনপির নেতাকর্মী বলে নয়, কারাগারে কোনো মৃত্যুই কাম্য নয় বলে মনে করছেন সুশীল সমাজের প্রতিনিধিরা। তারা বলছেন- কর্তৃপক্ষের অবহেলায় কারও মৃত্যু হলে থাকলে সেটা চরম মানবাধিকার লঙ্ঘন। তাই বিএনপির অভিযোগের বিষয়ে সুষ্ঠু তদন্ত হওয়া দরকার। তদন্তে এসব মৃত্যুর পেছনে কেউ দোষী সাব্যস্ত হলে তার দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি হওয়ার উচিত। আর মানবাধিকার সংগঠনগুলোকেও এসব মৃত্যুর বিষয়ে পর্যালোচনা ও তদন্ত করা দরকার।

গত ১১ই ফেব্রুয়ারি এক সংবাদ সম্মেলনে কারাগারে বিএনপির ১৫ নেতাকর্মীর মৃত্যুর অভিযোগ তুলে ধরেন দলটির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী। তিনি অভিযোগ করেন, "প্রত্যেকটি মৃত্যু পরিকল্পিত হত্যাকাণ্ড। কারা সেলগুলোকে একেকটি শ্বাসরুদ্ধকর কনসেনট্রেশন ক্যাম্পে পরিণত করা হয়েছে। প্রতিটি কারাগারে কারাবিধির সমস্ত

সুযোগ-সুবিধা কেড়ে নিয়ে বন্দি নেতা-কর্মীদের ওপর বীভৎস নিপীড়ন চালানো হচ্ছে।" বিএনপির কাছ থেকে কারাগারে মারা যাওয়া নেতাকর্মীদের একটি তালিকা সংগ্রহ করে ভয়েস অফ আমেরিকা। সেটি বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, গত বছরের আগস্ট মাস থেকে চলতি বছরের ৮ই ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত, অর্থাৎ গত ৬ মাসে দেশের বিভিন্ন কারাগারে দলটির ১৫ জন নেতাকর্মী মারা গেছেন।

- বিএনপির তালিকায় দেখা যায়, সর্বশেষ চলতি মাসের ৮ই ফেব্রুয়ারি রংপুর জেলা কারাগারে মারা যান লক্ষীটারি ইউনিয়নের ৩ নং ওয়ার্ড বিএনপির সভাপতি মনোয়ারুল ইসলাম। তাকে গত ১৩ই জানুয়ারি গ্রেফতার করা হয়।
- বিগত ৩ই জানুয়ারি বাগেরহাট জেলা কারাগারে মারা যান খুলনা বটিয়াঘাট উপজেলা যুবদলের সদস্য মো. কামাল হোসেন মিজান। তাকে গত ১১ই নভেম্বর আইন প্রয়োগকারী সংস্থা গ্রেফতার করে।
- বিগত ২৯ই জুলাই গ্রেফতার করা হয় ঢাকা মহানগর বিএনপির ৫৩ নং ওয়ার্ডের মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক সম্পাদক মো. ইদ্রিস আলীকে। ১০ই আগস্ট কেরানীগঞ্জ কেন্দ্রীয় কারাগারে মারা যান এই নেতা।
- ২০২৩ সালের ২৬শে সেপ্টেম্বর ঢাকা মহানগর দক্ষিণ বিএনপির মালিবাগ রেলগেট ইউনিটের সাধারণ সম্পাদক আবুল বাশারকে গ্রেফতার করা হয়। নাশকতার অভিযোগ-সহ একাধিক মামলার আসামি বিএনপির এই নেতা ৮ই আগস্ট কেরানীগঞ্জ কেন্দ্রীয় কারাগারে মারা যান।
- একই বছরের ১৪ই জুলাই পাবনার ইশ্বরীর পাকশী ইউনিয়নের বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক আবুল কামাল আজাদকে গ্রেফতার করা হয়। ১৬ই সেপ্টেম্বর তিনি রাজশাহী কারাগারে মারা যান।
- ২০২৩ সালের ২৪শে অক্টোবর ঢাকা মহানগর দক্ষিণ বিএনপির ৩৯ নং ওয়ার্ড সহ-সভাপতি ইমতিয়াজ আহমেদ বুলবুলকে গ্রেফতার করা হয়। ৩৭ দিনের মাথায় ২৯শে নভেম্বর কেরানীগঞ্জ কেন্দ্রীয় কারাগারে মারা যান বিএনপির এই নেতা।
- ওই বছরের ২৭শে অক্টোবর চট্রগ্রাম মহানগর ৫ নং ওয়ার্ডের সহ-সভাপতি গোলাপুর রহমান গোলাপকে গ্রেফতার করা হয়। ২৯ দিনের মাথায় ২৫শে নভেম্বর কেরানীগঞ্জ কারাগারে মৃত্যুবরণ করেন একাধিক মামলার আসামি বিএনপির এই নেতা।
- বিগত ২৮শে অক্টোবর গাজীপুরের শ্রীপুর কাওরাইদ ইউনিয়ন বিএনপির সাধারণ সম্পাদক আসাদুজ্জামান খান হীরাকে গ্রেফতার করা হয়। আর ১লা ডিসেম্বর কাশিমপুর কারাগারে মারা যান তিনি।
- ২০২৩-এর ১৮ই নভেম্বর নাশকতার মামলায় গ্রেফতার করা হয় নাটোর সিংড়ার হাতিয়ান্দহ যুবদলের সাবেক সভাপতি আবুল কালাম আজাদ। আর ২০ দিন পর কারা হেফাজতে থাকাধীন ৭ই ডিসেম্বর গুরুতর অসুস্থ অবস্থায় রাজশাহী মেডিকেল হাসপাতালে মারা যান এই যুব নেতা।
- আর একই বছরের ১৭ই নভেম্বর গ্রেফতার করা হয় রাজশাহীর কাকনহাট পেরসভার ৬ নং ওয়ার্ড বিএনপির সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক মনিরুল ইসলাম। আর ২৪ দিনের মাথায় ১১ই ডিসেম্বর রাজশাহী কারাগারে মারা যান এই নেতা।
- বিদায়ী বছরের ২৭শে নভেম্বর গ্রেফতার করা হয় নাজিরপুর পৌর বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক মতিবুল মণ্ডল। ২৪ দিনের মাথায় ২০ই ডিসেম্বর নওগাঁ কারাগারে মারা যান মতিবুল মণ্ডল।
- বিগত ২৬শে অক্টোবর নিজ বাড়ি থেকে গ্রেফতার করা হয় গাজীপুর কাপাসিয়ার ইউনিয়নের দূর্গাপুর ২নং ওয়ার্ড বিএনপির সভাপতি মো. শফিউদ্দিন মাস্টার। আর ২৫ই ডিসেম্বর কারা হেফাজতে থাকা অবস্থায় হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যু হয় এই নেতার।
- বিগত ২৬শে অক্টোবর নাশকতার মামলায় গ্রেফতার করা হয় রাজধানীর মুগধা থানা ৭ নং ওয়ার্ড বিএনপির যুগ্ম আহ্বায়ক মো. ফজলুল রহমান কাজলকে। আর ২৮ই ডিসেম্বর কারা হেফাজতে থাকা অবস্থায় হাসপাতালে মারা যান এই নেতা।
- ২০২২ সালের ৬ই সেপ্টেম্বর একাধিক মামলার আসামি সাতক্ষীরার শ্যামনগর উপজেলা বিএনপির সহ-সভাপতি মহসিনুল মূলককে গ্রেফতার করা হয়। বিগত ২০শে মে কেরানীগঞ্জ কেন্দ্রীয় কারাগারে মারা যান তিনি।
- ২০২১ সালে গ্রেফতার করা হয় তৎকালীন বিরোধী দলীয় নেতা শেখ হাসিনার গাড়ি বহরে হামলা মামলার সাজাপ্রাপ্ত আসামি সাতক্ষীরা কলারোয়া উপজেলা বিএনপির সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক নেতা আব্দুস সাত্তারকে। আর বিগত ২৮ই জানুয়ারি তিনি সাতক্ষীরা কারাগারে মারা যায়।

বিএনপির পক্ষ থেকে প্রকাশ করা কারাগারে মারা যাওয়া ১৫ নেতার পরিবারের মধ্যে থেকে ৫ টি পরিবারের সঙ্গে কথা হয় ভয়েস অফ আমেরিকার। তাদের মধ্যে ৪ টি পরিবার বলছে, গ্রেফতার হওয়ার আগে তারা সম্পূর্ণ সুস্থ ছিলেন। একটি পরিবার বলছে- সেই নেতার শ্বাস কষ্টের সমস্যা ছিলো। ৩ই জানুয়ারি মারা যাওয়া মো. কামাল হোসেনের বড় মেয়ে মিতু ভয়েস অফ আমেরিকাকে বলেন, "মৃত্যুর আগের দিন ২রা জানুয়ারি মোবাইল ফোনে তার বাবার সঙ্গে কথা হয়েছিল। তিনি জানিয়েছিলেন- সুস্থ আছেন। কিন্তু ৩রা জানুয়ারি সকালে তাদেরকে কারাগার থেকে ফোন করে বলা

হয় বাবা অসুস্থ, জেলা সদর হাসপাতালে নেওয়া হচ্ছে। তার ১০ মিনিট পরে আবার ফোন করে জানানো হয় হার্ট অ্যাটাকে মারা গেছেন তিনি। অথচ তার বাবা সুস্থ মানুষ ছিলেন।" মিতুর অভিযোগ, ২রা জানুয়ারি রাতে তার বাবা মারা গেছেন। কারা কর্তৃপক্ষ তাদেরকে ৩রা জানুয়ারি জানিয়েছে। বিএনপির রাজনীতি করার কারণে তার বাবার নামে একাধিক মামলা হয়েছিলো। ২৫শে নভেম্বর কেনারীগঞ্জ কারাগারে মারা যাওয়া গোলাপুর রহমান গোলাপের ছেলে মিজানুর রহমান ভয়েস অফ আমেরিকাকে বলেন, তার বাবাকে নাশকতার মামলায় গ্রেফতার করা হয়েছিল। আর ২৫শে নভেম্বর কারাগার থেকে ফোন করে জানানো হয় বাবা হার্ট অ্যাটাক করে মারা গেছেন। যদিও গ্রেফতারের আগে বাবা সম্পূর্ণ সুস্থ ছিলেন। ১১ই ডিসেম্বর রাজশাহী কারাগারে মারা যাওয়া মনিরুল ইসলামের বড় ছেলে আশিক ভয়েস অফ আমেরিকাকে বলেন, "বাবার নামে কোনো মামলা ছিল না। বাবার ছোট একটা দোকান ছিল। গত ১৭ই নভেম্বর রাতে সাদা পোশাকের ২ জন আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্য দোকান থেকে বাবাকে নিয়ে যায়। পরে নাশকতার মামলার অজ্ঞাত আসামি হিসেবে গ্রেফতার দেখানো হয়।" তিনি আরও বলেন, "১১ই ডিসেম্বর কারা কর্তৃপক্ষ তাদেরকে ফোন করে জানান বাবা মারা গেছেন। পরে তাদেরকে জানানো হয়, স্ট্রোকে বাবা মারা গেছেন। কিন্তু আমার বাবা সুস্থ মানুষ ছিল। কীভাবে তার স্ট্রোক করল আমরা কিছু জানি না। তারা তো সবকিছু গোপন করবেই নিজেদেরকে বাচাঁনোর জন্য। কিন্তু তাদের কথা মেনে নেওয়া ছাড়া তো উপায় নেই আমাদের।"

কারা হেফাজতে থাকা অবস্থায় গত ২৫শে ডিসেম্বর একটি সরকারি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান স্কুল শিক্ষক মো. শফিউদ্দিন। তার বড় ছেলে সোহেল ভয়েস অফ আমেরিকাকে বলেন, বাবা একটি স্কুলের শিক্ষক ছিলেন। তার নামে কোনো মামলা ছিলো না। তিনি বিএনপির রাজনীতির সাথে জড়িত ছিলেন। গ্রেফতারের পর তাকে একটি মামলার অজ্ঞাত আসামি করা হয়। গ্রেফতারের পর বাবা খুব কষ্ট পেয়েছেন বলে উল্লেখ করে সোহেল বলেন, "যেদিন তাকে বাড়ি থেকে গ্রেফতার করা হয়, তিনি খুব হতাশ হয়ে পড়েন, চিৎকার-চেঁচামেচি করেন। যার ফলে, কারাগারে তিনি মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেন। পরে কারা কর্তৃপক্ষ হাসপাতালে ভর্তি করান, সেখানে তিনি মারা যান।" কারা হেফাজতে থাকাকালীন রাজধানীর একটি সরকারি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান ফজলুল রহমান। তার বড় মেয়ে খাদিজা আক্তার ভয়েস অফ আমেরিকাকে বলেন, "গ্রেফতারের সময় বাবা সুস্থ ছিলেন। কিন্তু কারাগারে কী হয়েছে আমরা তো দেখি নাই। পরে বাবা নাকি হৃদরোগে আক্রান্ত হয়েছিল। মারা যাওয়ার ২ দিন আগে তাকে একটি সরকারি হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়, আমরা দেখতে গিয়েছিলাম। কিন্তু আমাদেরকে সেখানে দায়িত্ব থাকা আইনশৃঙ্খলা বাহিনী বেশিক্ষণ থাকতে দেয়নি। পরে ২৮শে ডিসেম্বর আমাদেরকে জানানো হয় বাবা মারা গেছেন।"

কারা হেফাজতে থাকা অবস্থায় প্রতিটি মৃত্যুর দায় সরকারকে নিতে হবে বলে মনে করেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য গয়েশ্বর চন্দ্র রায়। তিনি ভয়েস অব আমেরিকাকে বলেন, "কেউ গ্রেফতার হওয়ার পর কারাগারে মারা যাক কিংবা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যাক, তার দায় জেল কর্তৃপক্ষ ও সরকারকে নিতে হবে। জেলখানায় মারা গেলো কি, বাইরে মারা গেলো সেটা বিষয় না। বিষয় হচ্ছে, কারা হেফাজতে থাকা অবস্থায় কেউ যদি গাড়ি দুর্ঘটনায় মারা যায়, তারও দায় সরকারের।" গয়েশ্বর চন্দ্র রায় বলেন, "কারা হেফাজতে যে মারা গেছে এটা তো সত্য। সেটা তো মিথ্যা না। কীভাবে মারা গেছে, না গেছে সেটা ভিন্ন কথা। আর সরকার তো স্বীকার করে নিয়েছে হাসপাতালে মারা গেছে।" এক নেতাদের মৃত্যুর পর ডাণ্ডাবেড়ি খোলা হয়নি বলে উল্লেখ করে গয়েশ্বর বলেন, "একজন অসুস্থ হওয়ার পর তাকে ডাণ্ডাবেড়ি পড়ানোর প্রয়োজন হলো কেন? জেলখানায় কিছু কিছু অপরাধ করার পর জেল কর্তৃপক্ষ কাউকে-কাউকে ডাণ্ডাবেড়ি পরানোর প্রয়োজন বোধ করে। কিন্তু, তাকে চলাফেরা করানোর সময় কিংবা কোর্টে আনার সময় ডাণ্ডাবেড়ি এটা তো হয় না।" গাজীপুরে বিএনপির নেতা আলী আজম মা মারা যাওয়ার পর ডাণ্ডাবেড়ি পরে জানাযায় অংশ নেওয়ার প্রসঙ্গ টেনে গয়েশ্বর বলেন, "তাহলে তিনি ডাণ্ডাবেড়ি পরে কীভাবে কবরে একমুঠো মাটি দেবে? কীভাবে কবরে নামবে। একটা তো ধর্মীয় বিধান আছে নাকি।" বিএনপির মিডিয়া সেলের অন্যতম সদস্য শায়রুল কবির খান ভয়েস অফ আমেরিকাকে বলেন, "সভ্য রাষ্ট্রে ভোটের অধিকার ফিরিয়ে আনার গণতান্ত্রিক আন্দোলনে কারা হেফাজতে এভাবে বিরোধী রাজনৈতিক দলের নেতাকর্মী'র মৃত্যু মেনে নেওয়া যায় না।"

কারাগারে মারা যাওয়া ১৩ জন নেতাকর্মীর মৃত্যুর ঘটনা তদন্তে আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত মানবাধিকারকর্মীদের অন্তর্ভুক্ত করে কমিটি গঠন এবং পরিবারকে ক্ষতিপূরণ দিতে নির্দেশনা চেয়ে রিটের দায়ের করে বিএনপি। ১৯শে ফেব্রুয়ারি সেই রিটের আংশিক শুনানি হয়েছে। আদালতে রিটটি করে বিএনপির বিএনপির আইনবিষয়ক সম্পাদক কায়সার কামাল। ১৫ জন নেতাকর্মী কারাগারে মারা গেলেও ১৩ জনের তদন্ত ও ক্ষতিপূরণের রিট কেন করা হয়েছে জানতে চাইলে কায়সার কামাল বলেন, "আমরা প্রথমে ১৩ জনের নাম পেয়েছিলাম, সেই অনুযায়ী রিট করেছি। এটা কোনো অসুবিধা নেই। পরবর্তীতে প্রয়োজন হলেও আরও নাম যুক্ত হবে।" কায়সার কামাল বলেন, "একজন আইনজীবী হিসেবে যখন আমি রিটটি ফাইল করেছি, তখন সমস্ত আইন-কানুন দেখে করেছি। এখানে আইনের কোনো ব্যত্যয় ঘটেনি। আমরা যে কোর্টে গিয়েছি সেটি একটি 'সাংবিধানিক আদালত'। আমাদের সংবিধান অনুসারে যে কোনো সাংবিধানিক কোর্টে 'ইনহেরেন্ট পাওয়ার' একটি টার্ম আছে। সেটা অনুযায়ী কোর্ট যদি মনে করলে আমাদের আবেদনের যুক্তিকতা আছে, তাহলে তিনি ক্ষতিপূরণ দিতে পারেন। সেটা ইতোপূর্বে রাষ্ট্রের গাফিলতির কারণে মৃত্যুর ঘটনায় অনেককে ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয়েছে।" মৃত্যু দুই রকমের হয়ে থাকে- একটি স্বাভাবিক মৃত্যু, আরেকটি অস্বাভাবিক মৃত্যু বলে উল্লেখ করে

কায়সার কামাল বলেন, "গত ৪-৫ মাসে ১৩-১৪ জন ‘রাজনৈতিক বন্দিরা’ মারা গেছে। তাদেরকে হঠকারীভাবে গ্রেফতার করা হয়েছে। কথিত আছে গ্রেফতারের পর তাদেরকে রিমান্ডের নামে 'টর্চার' করা হয়েছে। 'টর্চারের' পরে তাদেরকে কারাগারে উপযুক্ত চিকিৎসা থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে। সেই জন্য এসব মৃত্যুতে রাষ্ট্রের কোনো গাফিলতি আছে কি না, সেটি নির্ধারণ করার জন্য আমরা আবেদন জানিয়েছি। তবে, এই তদন্তে কারা কর্তৃপক্ষ ও পুলিশকে রাখা যাবে না। এখন সবকিছু নির্ভর করছে কোর্টের ওপর।" স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশ এতো অল্প সময়ে এতো অধিক সংখ্যক রাজনৈতিক বন্দি কারা হেফাজতে থাকা অবস্থায় মৃত্যু বরণ করেন নাই বলেও দাবি করেন কায়সার কামাল। তিনি বলেন, "রিট পিটিশন দায়ের এটাই অন্যমত কারণ। দ্বিতীয় বিষয় হচ্ছে, যারা মারা গেছেন তারা প্রত্যেক গ্রেফতার হওয়ার আগে সুষ্ঠু-স্বাভাবিক জীবন-যাপন করেছে। তারপর রিমান্ড-কারাগার, এই অবস্থায় দেখা গেছে ১৫ দিনের মধ্যে মারা গেছে। এই সুষ্ঠু মানুষগুলো কীভাবে কারা হেফাজতে মারা গেল, সেটাই মূল প্রশ্ন। এসব মৃত্যুর প্রকৃত কারণ জানা আমাদের প্রয়োজন।" বিএনপির রিটের প্রসঙ্গে জানতে চাইলে ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল তুষার কান্তি রায় ভয়েস অফ আমেরিকাকে বলেন, "তারা রিট পিটিশনের জন্য আবেদন করেছে। যেহেতু এটি আদালতের বিষয় তাই...কোনো মন্তব্য করা ঠিক হবে না।

বিএনপির অভিযোগের প্রসঙ্গে জানতে চাইলে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল ভয়েস অফ আমেরিকাকে বলেন, "আমার জানামতে এই রকম কোনো মৃত্যু হয়নি। একটা হয়েছে (মৃত্যু), সেটা বঙ্গবন্ধু মেডিকেল হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় হার্ট অ্যাটাক করে হয়েছে। তার বাইরে এরকম কিছুই হয়নি।" বিএনপির অভিযোগের তো শেষ নেই বলে উল্লেখ করে মন্ত্রী বলেন, "তারা এতো (মৃত্যু) কোথায় থেকে পেয়েছে, তারাই জানে, আমার জানা নেই। তারা সব কিছুতে ফেল করে এখন সব সময় মিথ্যা কথা বলে। এইগুলো তাদের রাজনৈতিক কৌশল।" স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আরও বলেন, "বিএনপি একবার বলল- বিএনপির ৩০ হাজার নেতাকর্মী কারাগারে আটকে রেখেছি আমরা। কিন্তু দেখা যায়, ২ হাজার নেতাকর্মী কারাগারে গেলে দেড় হাজার জামিনে বের হয়ে যায়। এই রকম জামিন পাওয়া, আসা যাওয়ার মধ্যে হয়তো ২ হাজারের কম নেতাকর্মী কারাগারে আছে।" ১৩ই ফেব্রুয়ারি এক সংবাদ সম্মেলনে আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের বলেন, "বিএনপির নেতৃত্বে বিরোধী দল ক্রমাগত মিথ্যাচার এবং গুজবের মাধ্যমে জনগণকে বিভ্রান্ত করার অপকৌশল চালিয়ে যাচ্ছে। বিএনপি বলে, ১৩ জনকে জেলখানায় মেরে ফেলা হয়েছে। জেলখানায় যারা আছেন তারাও মানুষ। তাদেরও মৃত্যু হতে পারে। জেলে বন্দি অবস্থায় মৃত্যু হবে না, সে কথা তারা বলে কী করে। জেলে যারা মারা গেছে তাদের নিজেদের নেতাকর্মী দাবি করে বিএনপি। কারা কারা মারা গেছে সেই তালিকা প্রকাশ করুক তারা।"

সুশাসনের জন্য নাগরিক সুজন সম্পাদক বদিউল আলম মজুদমদার ভয়েস অফ আমেরিকাকে বলেন, "কারা হেফাজতে যদি বিএনপির এতো নেতাকর্মীর মৃত্যু হয়ে থাকে, সেটা চরম মানবাধিকার লঙ্ঘন। এইগুলোর সুষ্ঠু তদন্ত হওয়া দরকার। কারও অবহেলা বা দোষের কারণে যদি এটা হয়ে থাকে, তাহলে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি হওয়া দরকার। কারণ কর্তৃপক্ষের গাফিলতির জন্য কারও মৃত্যু হয়, তাহলে আমরা কেউ নিরাপদ নয়। দল-মত নির্বিশেষে কোনো নাগরিক নিরাপদ নয়। তাই এটার সঠিক তদন্ত করে তার প্রকৃত কারণ বের হওয়া দরকার। এতে যদি কেউ দোষী সাব্যস্ত হয় তার দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি হওয়া দরকার।" মানবাধিকার কর্মী খুশী কবির ভয়েস অফ আমেরিকাকে বলেন, "কারাগারে কারও মৃত্যু আমাদের কাম্য নয়। এটা যে কেউ হোক না কেন। কোনো ব্যক্তি কারাগারে থাকা মানেই হচ্ছে রাষ্ট্রের হেফাজতে আছেন।" তিনি আরও বলেন, "যাদের মানবাধিকার সংগঠন আছে তারা নিশ্চয় এসব মৃত্যুর তদন্ত করে দেখবে। এটা বের হওয়া উচিত কারাগারে কতজন মারা যাচ্ছে। শুধু বিএনপির নেতাকর্মী নয়, তার বাইরেও কতজন মারা যাচ্ছে, তাদের এইগুলো পর্যবেক্ষণ করা উচিত। এসব মৃত্যুর পেছনে কারও অবহেলা আছে কিনা সেটা তদন্ত করে বের করা দরকার।" রাজনৈতিক বিশ্লেষক জাহেদ উর রহমান ভয়েস অফ আমেরিকাকে বলেন, "আমরা ধরে নিলাম কারাগারে বিএনপির কারও ওপর নির্যাতন হয়নি। ধরেন হার্ট অ্যাটাকে মারা গেছে। কিন্তু অপ্রয়োজনে যখন কাউকে জেলে নিয়ে যান, সেটাই একটা টর্চার। তখন মানুষ তীব্র মানসিক চাপে পড়ে। জেলে যাওয়া তো কোনো আরামের ব্যাপার না। ওটাই আপনার ওপর মানসিক চাপ তৈরি করবে। ফলে, যারা মারা যাচ্ছে তাদের মৃত্যুর জন্য এই জেলে নেওয়াটাই দায়ী।" তিনি আরও বলেন, "যে মানুষ জেলে যাওয়ার কথা ছিল না, তখন যাওয়ার পরে এই ঘটনাগুলো ঘটে নিশ্চতভাবে এসব মৃত্যুর জন্য শতভাগ দায়ী সরকার। এইগুলোকে হত্যাকাণ্ড হিসেবে বলার যথেষ্ট যুক্তি আছে।"

(ভোয়া ওয়েব পেজ : ২৭.০২.২০২৪ এলিনা)

জঙ্গিবাদ, সন্ত্রাস ও মাদক দমনে পুলিশ বাহিনীকে সক্রিয় ভূমিকা রাখতে হবে : শেখ হাসিনা

উন্নত ও সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ে তোলার জন্য, শান্তি ও স্থিতিশীলতা বজায় রাখতে জঙ্গিবাদ, সন্ত্রাসবাদ, মাদক ও দুর্নীতি দমনে প্রাণবন্ত ভূমিকা পালনের জন্য পুলিশের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। মঙ্গলবার (২৭শে ফেব্রুয়ারি) পুলিশ সপ্তাহ-২০২৪ এর উদ্‌বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির ভাষণে এসব কথা বলেন তিনি। 'স্মার্ট পুলিশ, স্মার্ট দেশ, শান্তি ও প্রগতির বাংলাদেশ' প্রতিপাদ্য নিয়ে শুরু হওয়া পুলিশ সপ্তাহ চলবে আগামী ৩রা মার্চ পর্যন্ত। “জঙ্গিবাদ, সন্ত্রাস, মাদক ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে আমাদের অভিযান অব্যাহত থাকবে। এ বিষয়ে পুলিশকে সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে হবে। দেশকে উন্নত ও সমৃদ্ধশালী হিসেবে গড়ে তুলতে, শান্তি ও স্থিতিশীলতা একান্ত প্রয়োজন;”

বলেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী। পেশাদারিত্ব, আন্তরিকতা ও যোগ্যতা প্রদর্শনের মাধ্যমে নিজেদের জনগণের বন্ধু হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে পুলিশ সদস্যদের প্রতি আহ্বান জানান তিনি। শেখ হাসিনা উল্লেখ করেন যে মানুষ বিপদে পড়লে পুলিশের কাছে যায়। তাই, পুলিশ জনগণের বন্ধু। এই নীতি দীর্ঘদিন ধরে চলে আসছে। আর, এটা প্রতিষ্ঠা করা একান্ত প্রয়োজন বলে উল্লেখ করেন তিনি। “তাই আমি মনে করি, আমাদের পুলিশ তাদের পেশাদারিত্ব, সততা, আন্তরিকতা, যোগ্যতা, নিরপেক্ষতা, নিষ্ঠা, সাহসিকতা, দেশপ্রেম ও মানবিক মূল্যবোধ সমুন্নত রেখে জনগণের সেবা করবে;” শেখ হাসিনা বলেন। সাহসী কাজের স্বীকৃতি হিসেবে, ৩৫ পুলিশ সদস্যকে বাংলাদেশ পুলিশ মেডেল (বিপিএম-বীরত্ব) এবং ৬০ জনকে রাষ্ট্রপতি পুলিশ পদক (পিপিএম-বীরত্ব) প্রদান করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। এছাড়া, এ বছর ৯৫ জন পুলিশ সদস্য বিপিএম সেবা পদক এবং ২১০ জন পিপিএম সেবা পদক পেয়েছেন। এর আগে, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা অনুষ্ঠানস্থলে পৌঁছালে, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খাঁন কামাল, জননিরাপত্তা বিভাগের সিনিয়র সচিব মো. মুস্তাফিজুর রহমান এবং পুলিশের মহাপরিদর্শক (আইজিপি) চৌধুরী আবদুল্লাহ আল-মামুন তাকে স্বাগত জানান। (ভোয়া ওয়েব পেজ : ২৭.০২.২০২৪ এলিনা)

বৈদেশিক বাণিজ্যের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় সমন্বিত উদ্যোগ নিতে হবে : রাষ্ট্রপতি সাহাবুদ্দিন

বৈদেশিক বাণিজ্যের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় সমন্বিত উদ্যোগ নিতে, সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি আহবান জানিয়েছেন বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি মোঃ সাহাবুদ্দিন। মঙ্গলবার (২৭শে ফেব্রুয়ারি) রাজধানীর বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে, জাতীয় বস্ত্র দিবসের অনুষ্ঠানে এ আহবান জানান তিনি। “পূর্বের যে কোনো সময়ের তুলনায় বৈদেশিক বাণিজ্য এখন অনেক বেশি চ্যালেঞ্জিং, প্রতিযোগিতামূলক এবং জ্ঞান ও নীতিমালা ভিত্তিক;” উল্লেখ করেন বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি। রাষ্ট্রপতি সাহাবুদ্দিন কয়েকটি পণ্যের ওপর নির্ভর না করে রপ্তানি ঝুড়িতে পণ্যের সংখ্যা এবং রপ্তানি গন্তব্য বাড়াতে আহবান জানান। তিনি বলেন, “গুটিকয়েক দেশের ওপর নির্ভর না করে, বিশ্বের সম্ভাব্য সকল স্থানে আমাদের রপ্তানি পণ্যের বাজারকে ছড়িয়ে দিতে হবে।” এ বিষয়ে কূটনৈতিক মিশনগুলোকে কাজে লাগাতে ও অর্থনৈতিক কূটনীতিকে অগ্রাধিকার দিতে পরামর্শ দেন রাষ্ট্রপতি সাহাবুদ্দিন। শ্রমিকদের উৎপাদন শিল্পের চালিকাশক্তি হিসেবে উল্লেখ করেন তিনি। বলেন, “মনে রাখতে হবে আপনারা শুধু মুনাফার জন্য ব্যবসা পরিচালনা করছেন না। সামাজিক দায়িত্বের বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে দেখতে হবে।” “কারখানা ও শ্রমিক, একে অপরের পরিপূরক; বলেন রাষ্ট্রপতি সাহাবুদ্দিন। তিনি আরো বলেন, শ্রমিক ভালো থাকলে কারখানা ভালো থাকবে। কোনো স্বার্থান্বেষী মহল যাতে উৎপাদনমুখী কারখানার পরিবেশ নষ্ট করতে না পারে, সে বিষয়ে সতর্ক থাকার জন সংশ্লিষ্টদের আহবান জানান তিনি। “উৎপাদনশীলতা বাড়াতে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে। সরকার সবসময় আপনাদের পাশে আছে, থাকবে; বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি যোগ করেন। সাহাবুদ্দিন বলেন, আন্তর্জাতিক বাজারের চাহিদানুযায়ী ৪র্থ শিল্প বিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় নতুন প্রযুক্তিসমূহকে সাদরে গ্রহণ করতে হবে। আন্তর্জাতিক বাজার সম্প্রসারণের জন্য আধুনিক প্রযুক্তি সম্পন্ন কারিগরি শিক্ষা সম্প্রাসারণ ও দক্ষ মানবসম্পদ সৃষ্টি জরুরি। এ লক্ষ্যে, সরকারের পাশাপাশি ব্যবসায়ী, শিল্পপতি ও বিনিয়োগকারীদের এগিয়ে আসার আহবান জানান বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি। (ভোয়া ওয়েব পেজ : ২৭.০২.২০২৪ এলিনা)

মানব পাচারের ঝুঁকি হ্রাস করতে কাজ করবে অগ্রযাত্রা : হেলেন লা-ফেইভ

বাংলাদেশে আনুষ্ঠানিকভাবে যাত্রা শুরু করলো উইনরক ইন্টারন্যাশনালের মাধ্যমে বাস্তবায়নাধীন প্রকল্প 'অগ্রযাত্রা'। মানব পাচারের ঝুঁকি হ্রাস করতে এই প্রকল্প কাজ করবে বলে জানানো হয় উদ্‌বোধনী অনুষ্ঠানে। যুক্তরাষ্ট্রের স্টেট ডিপার্টমেন্টের সহায়তায় প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হবে। মঙ্গলবার (২৭শে ফেব্রুয়ারি) 'অগ্রযাত্রা' প্রকল্পের উদ্‌বোধনীতে এসব কথা জানান ঢাকায় অবস্থিত যুক্তরাষ্ট্র দূতাবাসের ডেপুটি চিফ অফ মিশন হেলেন লা-ফেইভ। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন, বাংলাদেশের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় এবং স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক সংস্থার প্রতিনিধিরা। হেলেন লা-ফেইভ বলেন, জলবায়ু পরিবর্তন বাংলাদেশের জেলে ও কৃষকদের ওপর কীভাবে প্রভাব ফেলছে; 'অগ্রযাত্রা' প্রকল্প বাংলাদেশ সরকারকে তা আরো ভালোভাবে বুঝতে সহায়তা করবে। “বাংলাদেশে ঝুঁকিপূর্ণ এই জনগোষ্ঠীর মধ্যে মানব পাচার বৃদ্ধির ঝুঁকি হ্রাস করতে, সর্বোত্তম পদক্ষেপ সম্পর্কে তথ্য প্রমাণ সরবরাহ করবে এটি;" বলেন হেলেন লা-ফেইভ। এর আগে, যুক্তরাষ্ট্র বলেছে, জলবায়ু-ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠী মানব পাচারের শিকার হওয়ার ঝুঁকি হ্রাসে, জলবায়ু অভিযোজন, সহনশীলতা ও প্রশমন ব্যবস্থা বাস্তবায়ন দ্রুততার সঙ্গে করতে, বাংলাদেশের সক্ষমতা বাড়াতে ও সম্পদ সংগ্রহে সহায়তা অব্যাহত রাখবে তারা। যুক্তরাষ্ট্র দূতাবাস জানিয়েছে, এই কর্মসূচি মানব পাচার ও জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্রের একসঙ্গে কাজ করার অঙ্গীকারের উদাহরণ। যুক্তরাষ্ট্রের স্টেট ডিপার্টমেন্টের সহায়তায় জলবায়ু পরিবর্তন, মানব পাচার ও আধুনিক দাসত্বের মধ্যে যোগসূত্র সম্পর্কে জ্ঞান বাড়াবে ‘অগ্রযাত্রা’ প্রকল্প। দূতাবাস আরো জানায়, বাংলাদেশে প্রায়শই কৃষিকাজ ও জেলে পরিবারগুলোর মধ্যে জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে সম্পত্তি বিলীন হয় এবং জীবিকা নির্বাহের ক্ষেত্রে ব্যাঘাত ঘটে। প্রমাণ সংগ্রহের মাধ্যমে প্রকল্পটি এসব প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও মানব পাচারের ঝুঁকি হ্রাস করবে। প্রকল্পের লক্ষ্য হলো, ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীর জন্য জলবায়ু সহনশীল জীবিকার উন্নতি এবং নীতি ও পরিকল্পনায় জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজন এবং মানব পাচার প্রতিরোধে সমন্বিত

পদক্ষেপ উৎসাহিত করা। বাংলাদেশের ১১টি জেলায় এই প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হবে। জেলাগুলো হলো; রংপুর, গাইবান্ধা, লালমনিরহাট, ফরিদপুর, শরীয়তপুর, মাদারীপুর, খুলনা, সাতক্ষীরা, বাগেরহাট, বরিশাল ও পটুয়াখালী। (ভোয়া ওয়েব পেজ : ২৭.০২.২০২৪ এলিনা)

আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের নতুন চেয়ারম্যান বিচারপতি আবু আহমেদ

বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের (আইসিটি) নতুন চেয়ারম্যান হিসেবে বিচারপতি মো. আবু আহমেদ জমাদারকে নিয়োগ দিয়েছে দেশটির সরকার। মঙ্গলবার (২৭শে ফেব্রুয়ারি) আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব মো. গোলাম সারওয়ারের সই করা সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়। বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, ট্রাইব্যুনালের সদস্য বিচারপতি আবু আহমেদ বর্তমান চেয়ারম্যান মো. শাহিনুর ইসলামের স্থলাভিষিক্ত হবেন। বিজ্ঞপ্তিতে আরো বলা হয় যে বিচারপতি শাহিনুর আগ্রহ প্রকাশ করায়, তিনি আইসিটি থেকে হাইকোর্টে যাবেন। এছাড়া, অবসর প্রস্তুতিমূলক ছুটিতে (এলপিআর) থাকা জেলা ও দায়রা জজ এ এইচ এম হাবিবুর রহমানকে ট্রাইব্যুনালের সদস্য হিসেবে নিয়োগ দেয়া হয়েছে। আর, ট্রাইব্যুনালের আরেক সদস্য বিচারপতি কে এম হাফিজুল আলম অপরিবর্তিত থাকবেন; জানানো হয় বিজ্ঞপ্তিতে। (ভোয়া ওয়েব পেজ : ২৭.০২.২০২৪ এলিনা)

কক্সবাজারের টেকনাফে ছুরিকাঘাতে রোহিঙ্গা যুবক নিহত

বাংলাদেশের কক্সবাজার জেলার টেকনাফে, ছুরিকাঘাতে নিহত হয়েছেন এক রোহিঙ্গা যুবক। মঙ্গলবার (২৭ই ফেব্রুয়ারি) সকাল ১০টার দিকে, টেকনাফের নয়াপাড়া রেজিস্টার্ড ক্যাম্পে এই ঘটনা ঘটে। নিহত যুবকের নাম নূর মোহাম্মদ। তিনি নয়াপাড়া ক্যাম্পের ডি ব্লকের বাসিন্দা। টেকনাফ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মুহাম্মদ ওসমান গণি এ তথ্য নিশ্চিত কছেন। তিনি বলেন, নূর মোহাম্মদ নিজ বাসায় যাওয়ার সময় ডি ব্লক সংলগ্ন পানির ট্যাংকের সামনে পৌঁছালে, কয়েকজন লোক তাকে ছুরিকাঘাত করে পালিয়ে যায়। ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মুহাম্মদ ওসমান গণি আরো জানান, আশেপাশের লোকজন তাকে উদ্ধার করে ক্যাম্প সংলগ্ন আইপিডি হাসপাতালে নিয়ে যায়। "তার অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায়, প্রাথমিক চিকিৎসা শেষে তাকে কক্সবাজার সদর হাসপাতালে পাঠিয়ে দেয়া হয়। সদর হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পথে তার মৃত্যু হয়;" জানান মুহাম্মদ ওসমান গণি।
(ভোয়া ওয়েব পেজ : ২৭.০২.২০২৪ এলিনা)

অফশোর গ্যাস উত্তোলনের জন্য বাংলাদেশে বিনিয়োগ প্রয়োজন, জানালেন শেখ হাসিনা

বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জানিয়েছেন যে জ্বালানি ঘাটতি দূর করতে তার সরকার অফশোর গ্যাস উত্তোলনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। "আর, এ জন্য আমাদের বিনিয়োগ প্রয়োজন;" বলেন শেখ হাসিনা। মঙ্গলবার (২৭ ফেব্রুয়ারি) সংসদ কার্যালয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে দেখা করেন ইন্টারন্যাশনাল ইসলামিক ট্রেড ফাইন্যান্স করপোরেশনের (আইটিএফসি) প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও) ইঞ্জিনিয়ার হানি সালেম। এসময় শেখ হাসিনা এ কথা বলেন। সাক্ষাৎ শেষে প্রধানমন্ত্রীর স্পিচ রাইটার এম নজরুল ইসলাম এ বিষয়ে সাংবাদিকদের অবহিত করেন। নজরুল ইসলাম জানান, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, তার সরকার দেশের সব এলাকায় বিদ্যুৎ সরবরাহ করেছে। শেখ হাসিনা উল্লেখ করেছেন, "১৯৯৬ সালে তার প্রথম মেয়াদে তিনি বিদ্যুৎ খাতের জন্য বেসরকারি খাতকে উন্মুক্ত করে দিয়েছেন। আর এ কারণে দেশে এখন বিনিয়োগ উপযোগী পরিবেশ বিরাজ করছে;" জানান স্পিচ রাইটার এম নজরুল ইসলাম। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কর্মসংস্থান সৃষ্টির ওপর গুরুত্বারোপ করেন এবং এজন্য দেশে বিনিয়োগ প্রয়োজন বলে উল্লেখ করেন। নজরুল ইসলাম আরো জানান যে শেখ হাসিনা বলেছেন, "বিশেষ করে গ্রামীণ অর্থনীতি ও খাদ্য উৎপাদনের উন্নয়নকে আমরা অগ্রাধিকার দিয়েছি।" সরকার বর্তমান মুদ্রাস্ফীতি রোধে লড়াই করছে এবং জনসাধারণের ভোগান্তি লাঘবের ওপর জোর দিয়েছে বলেও উল্লেখ করেছেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী। শেখ হাসিনা বলেন, "এজন্য আমরা সব ধরনের উৎপাদন বাড়ানোর ওপর গুরুত্বারোপ করেছি;" জানান প্রধানমন্ত্রীর স্পিচ রাইটার। আইটিএফসি'র প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা প্রকৌশলী হানি সালেম বলেন, তারা অবকাঠামো, আইসিটি, ঋণ ব্যবস্থাপনা, জ্বালানি খাত ও জলবায়ু পরিবর্তনসহ বিভিন্ন খাতে বিনিয়োগের মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার স্মার্ট বাংলাদেশ ভিশন বাস্তবায়নে সর্বাত্মক সহায়তা দেবেন। বাংলাদেশের বিনিয়োগ পরিবেশ এবং প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার আর্থিক ব্যবস্থাপনার প্রশংসা করেন ইঞ্জিনিয়ার হানি সালেম; জানান নজরুল ইসলাম। তিনি আরো জানান, প্রকৌশলী হানি সালেম বলেছেন, "ঋণ পরিশোধে বাংলাদেশের চমৎকার ট্র্যাক রেকর্ড রয়েছে।" সাক্ষাৎকালে, প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা সালমান ফজলুর রহমান, মুখ্য সচিব তোফাজ্জল হোসেন মিয়া এবং অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের সচিব শাহরিয়ার কাদের সিদ্দিকী উপস্থিত ছিলেন। (ভোয়া ওয়েব পেজ : ২৭.০২.২০২৪ এলিনা)

রেডিও তেহরান

ইলিশের নিষিদ্ধ জালে অবাধে শিকার হচ্ছে জাটকা, প্রকাশ্যেই হচ্ছে বিক্রি

বাংলাদেশের দক্ষিনাঞ্চলের নদ নদীতে অবাধে শিকার হচ্ছে ইলিশের পোনা (জাটকা)। দেশের দক্ষিনাঞ্চলের নদ নদীতে অবাধে শিকার হচ্ছে ইলিশের পোনা (জাটকা)। নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে এই অঞ্চলের জেলেরা মাছ শিকার করলেও তা দেখভালে তেমন কোন নজরদারী নেই। স্থানীয় প্রশাসনের মাঠ কর্মকর্তারা মনোযোগী না থাকার সুযোগই

অসাধু ব্যবসায়ীরা নেমে পড়েছেন জাটকা ধরতে। আর এই জাটকা ইলিশ প্রকাশ্যেই বিক্রি হচ্ছে বরিশালসহ দখিনের বিভিন্ন জেলার হাট বাজারসহ গ্রামের পারা মহল্লায়। ভোলার মেঘনা ও তেঁতুলিয়া নদীতে মাছ ধরার সময় বাঁধা ও খুঁটিসহ বিভিন্ন ধরনের নিষিদ্ধ জাল ব্যবহার করছেন জেলেরা। এতে প্রতিদিন জাটকা ও ইলিশের রেণুসহ বিভিন্ন প্রজাতির মাছের পোনা ধ্বংস হচ্ছে। ফলে একদিকে যেমন নদীতে ইলিশের বংশবিস্তার ব্যাহত হচ্ছে, অন্যদিকে মারা যাচ্ছে দেশীয় বিভিন্ন প্রজাতির মাছের পোনা। অভিযোগ রয়েছে, প্রভাবশালী একটি মহল কোস্টগার্ড ও প্রশাসনকে ম্যানেজ করেই এইসব জাল ব্যবহার করছেন। জেলেরা বলছেন, প্রতি বছর শুষ্ক মৌসুমে প্রভাবশালী কয়েকজন মৎস্য ব্যবসায়ী মেঘনা নদীর বিভিন্ন স্থানে খুঁটিজাল ও বাঁধাজাল ব্যবহার করে জাটকা ও ইলিশের পোনাসহ বিভিন্ন প্রজাতির মাছ ধরছেন। জনৈক ব্যক্তি (এক) (স্বকণ্ঠে) : ঐভাবেই ধরছি। জাল ফেলালে এখন ছোট মাছ ওঠে, বড় মাছ ওঠে না। আমার নিজের তো পেট চালানোর জন্য মাছ ধরতে হয়। বড়টা তো আর সবসময় ওঠে না, জাটকা ওঠে, জাটকা কেনাবেচা চলে। জনৈক ব্যক্তি (দুই) (স্বকণ্ঠে) : এখন আসলে জেলেরা নিরুপায়। জীবিকা নির্বাহের জন্য তাদের এটা করতে হচ্ছে। কারণ তাদের আয়ের আর কোন উৎস নেই। সরজমিন তথ্যে দেখা গেছে, ভোলা সদর উপজেলার ইলিশা ইউনিয়নের ভাংতিরখাল ও কাচিয়া ইউনিয়নের কাঠিরমাথার মেঘনা নদীর বিভিন্ন পয়েন্টে রয়েছে শতাধিক বাঁধাজাল। ভোক্তাদের অভিযোগ এ অবস্থা চলতে থাকলে ইলিশের বংশ বিস্তার ক্ষতিগ্রস্থ হবে। জনৈক ব্যক্তি (এক) (স্বকণ্ঠে) : নদীতে মাছ না থাকার কারণে ছোট মাছগুলো মারে জেলেরা।ছোট মাছগুলো মারার কারণে নদীতে মাছ কম, এতে আমাদেরও ক্ষতি হচ্ছে। জনৈক ব্যক্তি (দুই) (স্বকণ্ঠে) : জাটকা যদি না ধরে তাহলে সামনে এই জাটকা বড় হলে জেলেরা ধরলে লাভবান হত। এ ব্যাপারে ভোলার জেলা মৎস্য কর্মকর্তা আবুল কালাম আজাদ বলেন (স্বকণ্ঠে) : অভিযানে যখনই পাচ্ছি, আমরা তাদেরকে আইনের আওতায় আনছি এবং নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটের মাধ্যমে তাদেরকে জরিমানা,জেল এই সমস্ত শাস্তি দেওয়া হচ্ছে। পাশাপাশি তাদেরকে আমরা মোটিভেশনাল কার্যক্রমের উপর বেশি জোর দিচ্ছি। (রেডিও তেহরান : ২০৩০ ঘ. ২৭.০২.২০২৪, বাদশা রহমান, এলিনা)

যুক্তরাষ্ট্রের সাথে বৈঠকে বিএনপি হতাশ : ওবায়দুল কাদের

বাংলাদেশ বিদেশীদের প্রভুত্ব মেনে নেবে না বলে সুস্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের। বাংলাদেশ বিদেশিদের বন্ধুত্ব চায়, তবে কেউ প্রভুত্ব করতে চাইলে তা মেনে নেয়া হবে না বলে জানিয়েছেন, আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের। তিনি বলেন, বাংলাদেশ কারো সাথে বৈরিতা চায় না। আজ দুপুরে রাজধানীর ধানমন্ডিতে আওয়ামী লীগ সভাপতির কার্যালয়ে এক সংবাদ সম্মেলনে তিনি এসব কথা বলেন। ওবায়দুল কাদের বলেন, যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধি দলের সর্বশেষ সফরেও তারা শেষ কথা যা বলেছেন,তাতে বিএনপির আশাবাদী হওয়ার কিছু নেই। এদিকে, বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী বলেছেন, বিএনপি নয়, ডামি নির্বাচন করে আওয়ামী লীগকেই তার খেসারত দিতে হবে। আজ দুপুরে রাজধানীর নয়াপল্টনে দলের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে সংবাদ সম্মেলনে তিনি একথা বলেন। রিজভী আরও বলেন, পিলখানায় বিডিআর বিদ্রোহের নামে, পরিকল্পিত ভাবে ৫৭ জন চৌকস সেনাকর্মকর্তাকে হত্যা করেছে আওয়ামীলীগ সরকার, যার ১৫ বছরেও বিচার হয়নি। অথচ সরকার সেই হত্যাকান্ডের দায় চাপাচ্ছে বিএনপির ওপর।রিজভী বলেন,বিডিআরের সাবেক ডিজির বক্তব্যে পিলখানা হত্যাকান্ডের আসল ঘটনা বের হয়ে এসেছে।

(রেডিও তেহরান : ২০৩০ ঘ. ২৭.০২.২০২৪, বাদশা রহমান, এলিনা)

দেশের অগ্রগতি কূটনীতিকদের জানাতে আউটরিচ প্রোগ্রামের আয়োজন করেছে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী হাছান মাহমুদ বলেছেন, দক্ষিণ এশিয়ার কোথাও নদীর তলদেশ দিয়ে টানেল সড়ক নেই। এ যে অসাধারণ উন্নয়ন, আজ থেকে ১৫/২০ বছর আগে মানুষ এসব কল্পনাও করেনি। সেসব আজ বাস্তব। এ বাস্তবতা কূটনীতিকদের নিজ চোখে দেখার সুযোগ করে দেয়া হয়েছে। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে আয়োজিত এম্বাসেডরস আউটরিচ প্রোগ্রামের অংশ হিসেবে আজ দুপুরে বিভিন্ন দেশের দূতাবাস ও মিশন প্রধানদের সঙ্গে নিয়ে চট্টগ্রাম রেল স্টেশনে আসেন পররাষ্ট্রমন্ত্রীর হাছান মাহমুদ। এ সময় সাংবাদিকদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে তিনি এই মন্তব্য করেন। পররাষ্ট্রমন্ত্রী হাছান মাহমুদ বলেন, বিদেশি কূটনীতিকেরা যাতে দেশ ও দেশের অগ্রগতি সম্পর্কে আরো ভালোভাবে জানতে পারেন, কাছ থেকে দেখতে পারেন সেজন্যেই পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এই আউটরিচ প্রোগ্রামের আয়োজন করেছে।

(রেডিও তেহরান : ২০৩০ ঘ. ২৭.০২.২০২৪, বাদশা রহমান, এলিনা)

এনএইচকে

সুইডেনের ন্যাটোতে যোগদানের চূড়ান্ত বাধা অতিক্রম

সুইডেনের নেতারা তাদের দেশকে ন্যাটোতে যোগদানের অনুমতি দিয়ে চূড়ান্ত প্রতিবন্ধকতা দূর করেছেন। সোমবার, তারা হাঙ্গেরিতে আইনপ্রণেতাদের এই জোটে যোগ দেওয়ার জন্য অনুমোদন দিতে দেখেন। প্রধানমন্ত্রী ভিক্টর অরবান প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে হাঙ্গেরি ন্যাটোর ৩১ জন সদস্যের মধ্যে সর্বশেষ অনুস্বাক্ষরকারী হবে না। তবে, গত মাসে তুরস্কের সংসদ সদস্যরা সুইডেনের অনুরোধ অনুমোদন করেন। অবশেষে, তিনি হাল ছেড়ে দেন। "বাইরের আক্রমণের ক্ষেত্রে আমরা একে অপরকে রক্ষা করার জন্য জোট গঠন করি। এর থেকে গুরুত্বপূর্ণ প্রতিশ্রুতি আর কিছু নেই," বলেন

অরবান। সুইডেন এবং ফিনল্যান্ডের নেতারা ২০২২ সালের মে মাসে ন্যাটোতে যোগদানের জন্য আবেদন করেছিলেন। তবে তাদের আবেদনকে ১৮ মাসেরও বেশি সময় ধরে দীর্ঘায়িত হতে দেখেন সুইডেনের নাগরিকরা। তারপর, গত সপ্তাহে, প্রধানমন্ত্রী উলফ ক্রিস্টারসন বুদাপেস্টে অরবানের সাথে দেখা করেন এবং হাঙ্গেরির কাছে চারটি যুদ্ধবিমান বিক্রি করতে সম্মত হন। ক্রিস্টারসন বলেন, "সুইডেন ২০০ বছরের নিরপেক্ষতা এবং অপক্ষপাত থেকে বেরিয়ে আসতে যাচ্ছে। নি:সন্দেহে এটি একটি বড় পদক্ষেপ। আমাদের এটিকে অবশ্যই গুরুত্ব সহকারে নিতে হবে।" রুশ কর্মকর্তারা উভয় নর্ডিক দেশের নেতাদেরকে এই জোটে যোগ দিলে "পাল্টা ব্যবস্থা" নেওয়া হবে বলে সতর্ক করেছেন। ক্রিস্টারসন বলেন, একমাত্র যে বিষয়ে তিনি নিশ্চিত হতে পারেন, তা হচ্ছে রুশ নাগরিকরা এ খবরে "খুশী হবেন না"। ন্যাটো মহাসচিব জেনস স্টোলটেনবার্গ বলেন, সুইডেনের সদস্যপদ জোটটিকে "শক্তিশালী এবং নিরাপদ" করে তুলবে। (এনএইচকে ওয়েব পেজ : ২৭.০২.২০২৪ এলিনা)

ডয়চে ভেলে

রাজধানীতে 'অপহৃত' নাগরিক অধিকার

ঢাকা যেন একটি দখলের নগরী। ফুটপাত থেকে পাবলিক টয়লেট সবকিছুই দখল হয় রাজধানী শহরে। সড়ক, খাল, পুকুর, নদী সবখানেই দখলদারদের থাবা। নগর বিশ্লেষক আর পরিকল্পনাবিদরা বলছেন, দুই কোটি বাসিন্দার এই ঢাকা শহরে নাগরিকদের দেখার যেন কেউ নেই। দখলের সঙ্গে যারা জড়িত, তাদের অনেকেই খুব প্রভাবশালী। তারা আইনকে পরোয়া করে না। আবার যারা আইন প্রয়োগ করবেন অনেক ক্ষেত্রে তাদের একটি অংশও এসব দখলে জড়িত বলে দখলমুক্তি কার্যত অসম্ভব হয়ে পড়ে। দখল ঠেকাতে দুই সিটি করপোরেশন ছাড়াও, গণপূর্ত মন্ত্রণালয়, নৌ পরিবহণ মন্ত্রণালয়, রাজউক, পুলিশসহ আরো কয়েকটি বিভাগ রয়েছে।

ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশন (ডিএসসিসি) এলাকায় পাবলিক টয়লেট আছে ১০১টি। এর মধ্যে দখল হয়ে গেছে ২৬টি। দখল হয়ে যাওয়া পাবলিক টয়লেট উদ্ধারে এখন আদালতে দৌঁড়াতে হচ্ছে দক্ষিণ সিটি করপোরেশনকে। এসব দখলের কথা সিটি করপোরেশনের রেকর্ডেই আছে। বাস্তবে দখলের সংখ্যা আরো বেশি হতে পারে। পুরান ঢাকার সিদ্দিক বাজার এলাকায় এলাকায় পাবলিক টয়লেটের ওপর দুইতলা ভবন তৈরি করার অভিযোগ পাওয়া গেছে। সেখানে আবার করা হয়েছে স্থানীয় যুবলীগের কার্যালয়, নীচ তলায় করা হয়েছে জুতার দোকান। সিটি করপোরেশন দখল হওয়া পাবলিক টয়লেটের যে হিসাব তৈরি করেছে তাতে দেখা যায়, ২৬টি পাবলিক টয়লেট তাদের নিয়ন্ত্রণে নেই। টয়লেটগুলো নিয়ে সিটি করপোরেশনের মামলার বিপরীতে পাল্টা মামলা করছে দখলদাররা।

ঢাকায় ফুটপাত দখল একটি নিয়মিত ঘটনা। পথচারীরা ফুটপাত দিয়ে হাঁটতে পারেন না। অধিকাংশ ফুটপাত, বিশেষ করে মার্কেট এলাকার ফুটপাত পুরোটাই দখলে চলে গেছে। সেখানে নানা পণ্যের পসরা সাজিয়ে বসেন হকাররা। তবে দখলটা তারা করেন না, তারা 'প্রকৃত' দখলদারদের ভাড়া দিয়ে তারপর দোকান নিয়ে বসেন। ঢাকায় ফুটপাতের জায়গা দখলকে বলে 'ফুট ব্যবসা'। এখানে দখলদাররা ফুট হিসেবে হকারদের কাছে ফুটপাত ভাড়া দেন, তাই এর নাম হয়েছে ফুট ব্যবসা।

নিউমার্কেট এলাকায় এক বর্গফুট ফুটপাতের জায়গার জন্য দখলদার ও পুলিশকে প্রতিদিন ১০০ টাকা দেন হকাররা। তবে জায়গাভেদে এরচেয়েও বেশি দিতে হয়। এই টাকা তোলার জন্য আছে লাইনম্যান। নিউমার্কেটসহ আরো অনেক এলাকার ফুটওভার ব্রিজও দখলে চলে গেছে। পথচারীরা ওই ফুটওভার ব্রিজ ব্যবহার করতে পারেন না বললেই চলে। ঢাকার যাত্রী ছাউনিগুলোও দখল হয়ে গেছে। যাত্রী ছাউনিগুলোতে দোকান গড়ে উঠেছে। যাত্রীদের যানবাহনের জন্য অপেক্ষা করার জায়গা নেই। বৃষ্টির সময়ে তারা পড়েন চরম দুর্ভোগে। নিউমার্কেট থেকে গাবতলী পর্যন্ত প্রতিটি যাত্রী ছাউনিতে দোকান বসেছে। কয়েকজনের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, সিটি করপোরেশনেরই কিছু অসাধু কর্মকর্তা সেগুলো ভাড়া দিয়েছেন। এখন আবার সড়ক দ্বীপ আর রোড ডিভাইডার দখল করে গড়ে তোলা হয়েছে ট্রাফিক পুলিশ বক্স। তারা কোনো অনুমতির ধার ধারে না। যেখানে প্রয়োজন পুলিশ বক্স তৈরি করা হচ্ছে।

দুই সিটি করপোরেশনের সর্বশেষ পরিসংখ্যান বলছে, রাজধানীতে ১৬৩ কিলোমিটার ফুটপাতের মধ্যে ১০৮.৬০ কিলোমিটারই দখলে। এছাড়া নগরীর দুই হাজার ২৮৯.৬৯ কিলোমিটার সড়কের মধ্যে ৫৭২.৪২ কিলোমিটারে বসছে পণ্যের পসরা।

শুধু গুলিস্তান ও এর আশপাশের এলাকায় ফুটপাত দখল করে কমপক্ষে ১,২০০ দোকান বসে। এসব দোকান থেকে সর্বনিম্ন ১০০ থেকে শুরু করে সর্বোচ্চ ৩০০ টাকা পর্যন্ত চাঁদা আদায় করা হয়। ব্র্যাক ইনস্টিটিউট অফ গভর্ন্যান্স অ্যান্ড ডেভেলপমেন্টের এক গবেষণা অনুযায়ী, দুই সিটি করপোরেশনে ফুটপাতের হকারদের কাছ থেকে বছরে দুই হাজার ১৬০ কোটি টাকা চাঁদা তোলা হয়।

ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের প্রধান সম্পত্তি কর্মকর্তা কাইজার মোহাম্মদ ফারাবি বলেন, “আমরা গুলিস্তানসহ কয়েকটি এলাকার ফুটপাতকে রেড জোন ঘোষণা করেছি। এখন এগুলো দেখার দায়িত্ব অনেকের। সেখানে সশরীরে আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যরা আছেন। তাদের দায়িত্ব আছে। মার্কেটের ব্যবসায়ীরা আছেন, তাদের এলাকার ফুটপাতের ব্যাপারে তাদের দায়িত্ব আছে।” কার কথা, “কিছু কিছু দখল আছে, যা আমরা আদালতের মাধ্যমে উচ্ছেদের

চেষ্টা করছি। আমরা আদালতে গিয়েছি। পাবলিক টয়লেটগুলো আমরা ইজারা দেই। এখন ইজারাদাররা সেখানে দোকান বসালে সব সময় আমাদের নজরে আসে না।”

ঢাকার খেলার মাঠ, পার্ক, জলাধার সবই দখলের শিকার হচ্ছে। বুড়িগঙ্গা দখল কোনোভাবেই থামানো যাচ্ছে না। আর ঢাকার সরকারি জমি দখল করে হচ্ছে অবৈধ স্থাপনা। কাগজে-কলমে ঢাকার দুই সিটি করপোরেশনে ২৩৫টি খেলার মাঠ আছে। কিন্তু বাস্তবে ওই মাঠগুলোর অধিকাংশই এখন খুঁজে পাওয়া কঠিন। গবেষণা বলছে, এর মধ্যে ৪২টি মাঠ এখন সাধারণ মানুষ ব্যবহার করতে পারছে। শতকরা হিসাবে এটা ১৮ ভাগ। তবে সিটি করপোরেশনের বাইরের মালিকানায়ও কিছু মাঠ আছে। সেই হিসাব ধরলে ৩০ ভাগ মাঠ এখনো ব্যবহার করা যায়। তবে বিভিন্ন মাঠ ক্লাবগুলোকে বরাদ্দ দেয়ায় সেগুলো সাধারণ মানুষ ব্যবহার করতে পারেন না বলে জানান পরিবেশ ও নগরবিদ স্থপতি ইকবাল হাবিব।

গত ৪ ফেব্রুয়ারি হাইকোর্ট ঢাকা শহরের মাঠ ও পার্কের পূর্ণাঙ্গ তালিকা দাখিল করার নির্দেশ দিয়েছেন ঢাকার দুই সিটি করপোরেশন, রাজউক এবং গণপূর্ত অধিদপ্তরকে। বাংলাদেশ পরিবেশ আইনবিদ সমিতির (বেলা) এক রিটের পর আদালত ওই নির্দেশ দেন। বেলার রিট আবেদনে বলা হয়েছে, ঢাকার দুই সিটি করপোরেশনের আয়তন ৩০৫.৪৭ বর্গকিলোমিটার। আয়তন বিবেচনায় দুই সিটি করপোরেশনে খেলার মাঠ দরকার অন্তত ৬১০টি, রয়েছে মাত্র ২৩৫টি। সেগুলোরও অধিকাংশ দখল হয়ে গেছে। ঢাকার দুই সিটি করপোরেশন এলাকায় ১২৯টি ওয়ার্ড থাকলেও রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের বিশদ অঞ্চল পরিকল্পনায় (ড্যাপ) উল্লেখ রয়েছে যে, ৪১টি ওয়ার্ডে কোনো খেলার মাঠ নেই। ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের ৭৫টি ওয়ার্ডে পার্ক বা উদ্যান রয়েছে মাত্র ২৭টি। এর মধ্যে ৬টি পার্ক বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে ইজারা দেয়া হয়েছে। ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশনের ৫৪টি ওয়ার্ডে পার্ক রয়েছে মাত্র ২৩টি। বিদ্যমান এসব পার্ক ও খেলার মাঠের অধিকাংশেই নেই সর্বসাধারণের প্রবেশাধিকার।

ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশন (ডিএনসিসি)-র প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মীর খায়রুল আলম বলেন, “আমাদের অবৈধ স্থাপনা ও দখল উচ্ছেদ অভিযান চলছে। এটা চলামান থাকবে। আর উচ্ছেদের পর যাতে দখলদাররা আবার ফিরে আসতে না পারে এবার সেটাও আমরা দেখবো।” তিনি জানান, “আমরা ফুটপাতসহ আরো যা আছে তা দখলমুক্ত করার বড় পরিকল্পনা নিয়ে কাজ করছি। এবার আমরা কোনো ছাড় দেবো না।”

ডিএনসিসি ২০২২ সালের জানুয়ারি থেকে গত বছরের ৩০ আগস্ট পর্যন্ত ২০ মাসে এক হাজার ৬৩৯টি অভিযান পরিচালনা করেছে। সেখানে অবৈধ অবকাঠামো ভাঙা, জেল-জরিমানাসহ নেওয়া হয়েছে বিভিন্ন ব্যবস্থা। ডিএসসিসি ৭৯টি এলাকায় নিয়ম করে অভিযান চালালেও লাভ হয় না।

ঢাকার জলাধার, পুকুর, লেক, খাল আর নদীও দখলে বিপর্যস্ত। ডেল্টা রিচার্স সেন্টারের হিসাবে ঢাকায় সরকারি হিসাবে পুকুর, লেক ও বিল আছে ৩২৭টি। এর মধ্যে ২৪১টি পুকুর এবং বিল ও লেক ৮৬টি। তার মধ্যে ৯০ ভাগ পুকুরই ভরাট করে ফেলা হয়েছে। এর মধ্যে সরকারি পুকুরও আছে। ভরাট করে ওইসব পুকুরে স্থাপনা তৈরি করা হয়েছে। আর মাত্র ১৩টি লেকের অস্তিত্ব আছে। ঢাকায় এখনো কাগজে-কলমে ২১টি খাল আছে। ২০২০ সালেও ডেল্টা রিচার্স সেন্টার ঢাকায় ৭৩টি খালের অস্তিত্ব খুঁজে পেয়েছিল। এখন যে ২১টি খালের কথা বলা হচ্ছে, সেগুলোও ভরাট ও দখলের মুখে আছে। অনেক খাল নামে আছে, কিন্তু বাস্তবে নেই।

নগর পরিকল্পনাবিদ অধ্যাপক ড. আদিল মোহাম্মদ খান বলেন, “ঢাকায় কমপক্ষে মোট আয়তনের ১৫ ভাগ জলাধার থাকা প্রয়োজন। কিন্তু আছে পাঁচভাগের কম। আর সবুজ খোলা মাঠ, পার্ক থাকা দরকার ২৫ ভাগ। কিন্তু এখন পাঁচ ভাগের বেশি নেই।” ঢাকার বুড়িগঙ্গা, তুরাগ আর বালু নদী দখলের কারণে শীর্ণ হয়ে গেছে। এর সঙ্গে আছে দূষণ। বুড়িগঙ্গার তীর থেকে প্রতিবছরই অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ করা হয়। কিন্তু আবার তা দখল হয়ে যায়। হাইকোর্টের নির্দেশেও বেশ কয়েকবার অভিযান হয়েছে। ২০২৩ সালে কমপক্ষে ৫০০ অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ করা হয়। কিন্তু তারা আবার ফিরে এসেছে। তুরাগ নদী দখল করে শিল্প কারখানাও করা হয়েছে। ওই দখলদারদের মধ্যে একজন প্রয়াত এমপিসহ প্রভাবশালীরা রয়েছেন।” এই নদী দখল উচ্ছেদের একাংশের দয়িত্ব নৌ-পরিবহণ মন্ত্রণালয়ের। তারা বুড়িগঙ্গা, তুরাগ নদীর দখলদারদের উচ্ছেদে মাঝেমধ্যেই অভিযান পরিচালনা করে। নৌ-পরিবহন প্রতিমন্ত্রী খালিদ মাহমুদ চৌধুরী বলেন, “উচ্ছেদ করতে গিয়ে আমরা কোথাও কোথাও আদালতের স্থগিতাদেশের কারণে আটকে যাই। আবার স্থগিতাদেশ প্রত্যাহার হলে আমরা উচ্ছেদ অভিযান চালাই। দখলদাররা আবার ফিরে এলে আমরা আবার অভিযান চালাই।” তার দাবি, এখন নদী দখল আগের চেয়ে কমে গেছে।

ঢাকায় প্রচুর সরকারি জমিও প্রভাবশালীরা দখল করে নিয়েছে। ঢাকার ৪২টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মধ্যে ২১টি বিদ্যালয়ের জমি এবং চারটি বিদ্যালয়ের জমি দখল হয়ে গেছে। ঢাকা চিড়িয়াখানার সাত একর জমি অনেক বছর ধরেই প্রভাবশালীদের দখলে আছে। অন্যদিকে ঢাকায় জাতীয় গৃহায়ণ কর্তৃপক্ষের তিন হাজার ৬০০ একর জমি ও প্লট অন্যদের দখলে আছে দীর্ঘদিন ধরে। (ডয়চে ভেলে ওয়েব পেজ : ২৭.০২.২০২৪ নারগীস)

রেডিও টুডে

গত ১৫ বছরে প্রায় এক কোটি লোকের বিদেশে কর্মস্থান হয়েছে: প্রবাসী কল্যাণ প্রতিমন্ত্রী

গত ১৫ বছরে প্রায় ১ কোটি লোকের বিদেশে কর্মসংস্থান হয়েছে বলে জাতীয় সংসদকে জানিয়েছেন প্রবাসী কল্যাণ ও কর্মসংস্থান প্রতিমন্ত্রী শফিকুর রহমান চৌধুরী। তিনি বলেন আগামী পাঁচ বছরে ৬০ লাখ কর্মী বিদেশে পাঠানোর পরিকল্পনা রয়েছে সরকারের। মঙ্গলবার জাতীয় সংসদে লিখিত প্রশ্নোত্তরে এই তথ্য জানান তিনি।
(রেডিও টুডে:২১৪৫ ঘ. ২৭.০২.২০২৪। আসাদ)

দ্বাদশ জাতীয় সংসদের সংরক্ষিত ৫০ নারী আসনের এমপিদের গেজেট প্রকাশ

দ্বাদশ জাতীয় সংসদের সংরক্ষিত নারী আসনে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত ৫০ এমপির গেজেট প্রকাশ করা হয়েছে। মঙ্গলবার নির্বাচন কমিশন সচিবালয় এমপিদের নাম ঠিকানাসহ গেজেটটি প্রকাশ করেছে। বিজয়ী প্রার্থীদের নাম গেজেট আকারে প্রকাশের পর তা জাতীয় সংসদ সচিবালয়ে পাঠানো হবে। এরপর সংসদ সচিবালয় এই সদস্যদের শপথ গ্রহণের আয়োজন করবে। (রেডিও টুডে:২১৪৫ ঘ. ২৭.০২.২০২৪। আসাদ)

একুশে বইমেলার সময় সময় বাড়লো আরো দুই দিন

প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ অনুমোদনের প্রেক্ষিতে একুশে বইমেলার সময় দুই দিন বাড়ানো হয়েছে। আগামী বৃহস্পতিবার বদলে এখন মেলা শেষ হবে শনিবার অর্থাৎ ২রা মার্চ। মঙ্গলবার রাতে সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের সচিব খলিল আহমেদ সংবাদ মাধ্যমকে বইমেলার সময় বাড়ানোর তথ্য নিশ্চিত করেছেন। (রেডিও টুডে:২১৪৫ ঘ. ২৭.০২.২০২৪। আসাদ)

বিদ্যুৎ উৎপাদন ও কলকারখানায় ব্যবহৃত গ্যাসের দাম বেড়েছে

বিদ্যুৎ উৎপাদনে ব্যবহৃত গ্যাসের দাম প্রতি ঘনমিটারে ৭৫ পয়সা বেড়েছে। একই সাথে কলকারখানায় ক্যাপটিভ বিদ্যুতের গ্যাসের দামও প্রতি ঘনমিটারে ৭৫ পয়সা বাড়িয়েছে সরকার। তবে বাসা-বাড়ি ও পরিবহন খাতে ব্যবহৃত গ্যাসের দাম বাড়েনি। এই মূল্যবৃদ্ধি ফেব্রুয়ারি মাস থেকে কার্যকর হবে। আজ মঙ্গলবার সরকারের নির্বাহী আদেশে এক প্রজ্ঞাপনে নতুন দাম ঘোষণা করেছে বিদ্যুৎ জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়।
(রেডিও টুডে:২১৪৫ ঘ. ২৭.০২.২০২৪। আসাদ)

পুলিশ সপ্তাহ ২০২৪ এর উদ্‌বোধন করেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

পুলিশ সপ্তাহ ২০২৪ এর উদ্‌বোধন করেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। মঙ্গলবার সকালে রাজারবাগ পুলিশ লাইন্সে ৬ দিনব্যাপী এই আয়োজনের উদ্‌বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী। এবছর রেকর্ড ৪০০ পুলিশ ও র‍্যাব সদস্যকে সম্মানজনক পুলিশ পদক তুলে দেন তিনি। উদ্‌বোধনী অনুষ্ঠানে দেয়া বক্তব্যে শেখ হাসিনা বলেন দেশের মানুষ যখনই কোনো বিপদে পড়ে সবার আগে আশ্রয় খোঁজে পুলিশের কাছে। পুলিশ জনগণের বন্ধু এটা সব সময় হয়ে আসছে। এটা প্রতিষ্ঠিত হওয়া একান্ত দরকার। এ সময় সরকার প্রধান আরো বলেন, রাজনৈতিক আন্দোলনের নামে অগ্নিসংযোগকে বাধা দিতে যাওয়া পুলিশের উপরও হামলা হয়েছে। তাদের পিটিয়ে মারা হয়েছে। জঙ্গিবাদ, সন্ত্রাস, মাদক ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে অভিযান অব্যাহত থাকবে বলেও জানান প্রধানমন্ত্রী।(রেডিও টুডে: ১৩৪৫ ঘ. ২৭.০২.২০২৪ রুবাইয়া)

আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের চেয়ারম্যান হিসেবে নিয়োগ দেয়া হয়েছে আবু আহমেদ জমাদারকে

মানবতা বিরোধী অপরাধের বিচারে গঠিত আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের চেয়ারম্যান হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে আবু আহমেদ জমাদারকে। মঙ্গলবার এ নিয়ে প্রজ্ঞাপন জারি করেছে আইন মন্ত্রণালয়। আইন সচিব মোহাম্মদ গোলাম সারোয়ার স্বাক্ষরিত প্রজ্ঞাপনে বলা হয়েছে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের চেয়ারম্যান বিচারপতি মোহাম্মদ শাহিনুর ইসলাম ট্রাইবুনাল হতে হাইকোর্ট বিভাগে প্রত্যাবর্তন করার বিষয়ে প্রধান বিচারপতির অভিপ্রায় ব্যক্ত করার দা ইন্টারন্যাশনাল ক্রাইম অ্যাক্ট ১৯৭৩ এর ধারা ৬ এর বিধান মোতাবেক ট্রাইবুনালের চেয়ারম্যান পদটি শূন্য ঘোষণাক্রমে ট্রাইবুনালের বর্তমান চেয়ারম্যান সদস্য বিচারপতি মোঃ আবু আহমেদ জমাদারকে চেয়ারম্যান নিয়োগ দেওয়া হয়েছে।
(রেডিও টুডে: ১৩৪৫ ঘ. ২৭.০২.২০২৪ রুবাইয়া)

ভিকারুন্নেসা নুন স্কুল এন্ড কলেজের শিক্ষককে যৌন হয়রানীর মামলায় গ্রেফতার করা হয়েছে

রাজধানীর ভিকারুন্নেসা নুন স্কুল এন্ড কলেজের একটি ক্যাম্পাসের শিক্ষক মোঃ মুরাদ হোসেন সরকারকে যৌন হয়রানির মামলায় গ্রেফতার করা হয়েছে। লালবাগ থানার পরিদর্শক সাঈদ ইবনে সিদ্দিক গণমাধ্যমকে জানিয়েছেন সোমবার রাতে মুরাদ হোসেনকে কলাবাগানের বাসা থেকে গ্রেফতার করা হয়েছে। এর আগে ভিকারুন্নেসা নুনের এক শিক্ষার্থীর মা, নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনে ১০ ধারায় তার বিরুদ্ধে লালবাগ থানায় মামলা করেন। মামলাটিতে গ্রেফতার মুরাদ হোসেনকে প্রাথমিকভাবে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে। ছাত্রীদের যৌন হয়রানি করার অভিযোগে গতকালই মুরাদ হোসেনকে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করেছে ভিকারুন্নেসা নুন কর্তৃপক্ষ। একইসঙ্গে পরবর্তী ব্যবস্থা নেয়ার জন্য উচ্চতর তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে। (রেডিও টুডে: ১৩৪৫ ঘ. ২৭.০২.২০২৪ রুবাইয়া)

ভিকারুন্নেসা নুন স্কুল এন্ড কলেজের কোনো শিক্ষক কোচিং করাতে পারবেন না

ভিকারুন্নেসা নুন স্কুল এন্ড কলেজের কোনো শিক্ষক কোচিং করাতে পারবেনা আর অভিযুক্ত শিক্ষককে কারণ দর্শানোর চিঠি দেওয়া হয়েছে। মঙ্গলবার সাংবাদিকদের এসব তথ্য জানান শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ কেকা রায় চৌধুরী।

তিনি বলেন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কোনো শিক্ষক কোচিং করাতে পারবে না। আর অভিযুক্ত শিক্ষককে কারণ দর্শানোরও চিঠি দেওয়া হয়েছে। উচ্চতর কমিটি ১০ কর্মদিবসের মধ্যে তদন্ত প্রতিবেদন দাখিলের পর পরবর্তী সিদ্ধান্ত নেয়া হবে। এর আগে সোমবার রাতে গণমাধ্যমকে পাঠানো এক বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয় শিক্ষক মুরাদ হোসেনের বিচার দাবিতে কলেজ প্রাঙ্গণে আন্দোলন করবেন শিক্ষার্থীরা। তাদের অভিযোগ শিক্ষার্থীদের আদর করার নামে যৌন হয়রানি করতেন এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক। আজিমপুর শাখা শিক্ষক মুরাদ হোসেন সরকার।
(রেডিও টুডে: ১৩৪৫ ঘ. ২৭.০২.২০২৪ রুবাইয়া)

রাজধানীর বাড্ডায় আগুনে পুড়ে গেছে কাঠ ও ফার্নিচারের বেশ কিছু দোকান

রাজধানীর বাড্ডায় আগুনে পুড়ে গেছে কাঠ ও ফার্নিচারের বেশ কিছু দোকান। সুবাস্তু টাওয়ার এর বিপরীত পাশে ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানগুলোতে মঙ্গলবার ভোররাতে চারটার দিকে আগুন লাগার খবর পায় ফায়ার সার্ভিস। এরপর ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নেভানোর কাজ শুরু করে ফায়ার সার্ভিসের ছয়টি ইউনিট। সাড়ে তিন ঘণ্টা চেষ্টার পর সকাল ছয়টা বিশ মিনিটের দিকে আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। প্রাথমিক ধারণা অনুসারে একটি স'মিল থেকে ছড়িয়েছে আগুন। সেটি সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। তাছাড়া পাশের একটি ভবনের নিচতলায় কিছু ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। এ ঘটনায় হতাহতের কোনো খবর এখনো পাওয়া যায়নি। (রেডিও টুডে: ১৩৪৫ ঘ. ২৭.০২.২০২৪ রুবাইয়া)

বাংলাদেশের রপ্তানির বাজার বাড়ানোর আহ্বান জানিয়েছেন রাষ্ট্রপতি

কোনো স্বার্থান্বেষী মহল পোশাক কারখানার পরিবেশ যাতে নষ্ট করতে না পারে সেদিকে সজাগ থাকতে বস্ত্র খাতের সংশ্লিষ্টদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন রাষ্ট্রপতি মোঃ সাহাবুদ্দিন। সোমবার বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে জাতীয় বস্ত্র দিবসের অনুষ্ঠানে তিনি এ কথা বলেন। বস্ত্র খাতে অনন্য অবদান রাখায় ১১ টি প্রতিষ্ঠানকে সম্মাননা স্মারক তুলে দেন রাষ্ট্রপতি। তিনি বলেন আগের তুলনায় বৈদেশিক বাণিজ্য বর্তমানে অনেক বেশি চ্যালেঞ্জিং। তাই কয়েকটি পন্যের উপর নির্ভর না করে রপ্তানির ক্ষেত্রে পণ্য বহুমুখীকরণ করতে হবে। পাশাপাশি কিছু দেশের উপর নির্ভর না থেকে বিশ্বের সম্ভাব্য সকল স্থানে পণ্য রপ্তানির পরামর্শ দেন রাষ্ট্রপতি। (রেডিও টুডে : ১৮৪৫ ঘ. ২৭.০২.২০২৪। আসাদ)

যুক্তরাষ্ট্রের কাছ থেকে কিছু না পেয়ে চুপ হয়ে গেছে বিএনপি : ওবায়দুল কাদের

যুক্তরাষ্ট্রের কাছে কিছু না পেয়ে বিএনপি এখন চুপ হয়ে গেছে বলে মন্তব্য করেছেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রী ওবায়দুল কাদের। সোমবার রাজধানীর ধানমন্ডিতে দলীয় সভাপতির রাজনৈতিক কার্যালয়ে সংবাদ সম্মেলনে তিনি এ কথা বলেন। ওবায়দুল কাদের বলেন, বিএনপি চেয়েছিল যুক্তরাষ্ট্র নিষেধাজ্ঞা দিবে কিন্তু ওয়াশিংটন দু'দেশের সম্পর্ক এগিয়ে নেওয়ার কথা বলেছে। তাই আশাহত হয়ে বিএনপি এখন চুপ থাকার কৌশল নিয়েছে। এ সময় তিনি আরো বলেন বিদেশিদের সাথে বন্ধুত্ব চায় আওয়ামী লীগ সরকার। তবে কেউ প্রভুত্ব করতে আসতে চাইলে সেটা মানবে না আওয়ামী লীগ সরকার। (রেডিও টুডে : ১৮৪৫ ঘ. ২৭.০২.২০২৪। আসাদ)

বাংলাদেশের উন্নয়নের বার্তা সারা বিশ্বে পৌঁছে দেবেন বিদেশি কূটনীতিকরা : পররাষ্ট্রমন্ত্রী

পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. হাছান মাহমুদ বলেছেন সারাদেশের পাশাপাশি চট্টগ্রাম ও কক্সবাজারকে ঘিরে অসাধারণ উন্নয়ন ও বাস্তবতা বিদেশিরা নিজ চোখে দেখে এসে এর বার্তা সারা পৃথিবীতে পৌঁছে দেবে। মঙ্গলবার দুপুরে চট্টগ্রামে বঙ্গবন্ধু টানেল-সহ বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প পরিদর্শন শেষে ট্রেন যোগে কক্সবাজার যাওয়ার আগে সাংবাদিকদের এসব কথা বলেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী। বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রদূত, মিশন প্রধান-সহ ২৪ জন কূটনীতিক এই সফরে রয়েছেন। চট্টগ্রাম থেকে ট্রেন যোগে কক্সবাজারে যান কূটনীতিকরা। পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন এই সফরের মাধ্যমে জাতির সামর্থ্য এবং প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে উন্নয়নের কর্মযজ্ঞ নিয়ে বিদেশি মিশন প্রধানরা বাংলাদেশকে আরো ভালোভাবে জানতে পারবে।
(রেডিও টুডে : ১৮৪৫ ঘ. ২৭.০২.২০২৪। আসাদ)

সরকার তার ব্যর্থতা ঢাকতে সব দায় চাপাচ্ছে বিএনপির উপর : রিজভী

বিএনপি'র সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী বলেছেন, সরকার তাদের ব্যর্থতা ঢাকতে বিএনপির উপর সব দায় চাপাচ্ছে এটি তাদের পুরনো অভ্যাস। মঙ্গলবার নয়াপল্টনে দলের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে এ কথা বলেন তিনি। রিজভী বলেন বাজার নিয়ন্ত্রণের ব্যর্থ হয়েছে সরকার। রমজান মাসে সাধারণ মানুষ স্বস্তি চায়। উল্টো বিদ্যুতের দাম বৃদ্ধির পায়তারার পাশাপাশি দ্রব্যমূল্যের দাম দফায় দফায় বাড়ছে। চিনি, খেজুরের দাম কমানোর ঘোষণার পরও তা না হয়ে উল্টো দাম বাড়ানো হচ্ছে। মানুষের উপর চাপ বেড়ে যাচ্ছে। অভাব সহ্য না করতে মানুষ আত্মহত্যা করছে। (রেডিও টুডে : ১৮৪৫ ঘ. ২৭.০২.২০২৪। আসাদ)

দেশের সব বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে ১৫ শতাংশ হারে আয়কর দিতে হবে : আপিল বিভাগ

দেশের সব বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়কে নিজেদের আয়ের উপর ১৫ শতাংশ হারে কর দিতেই হবে বলে রায় দিয়েছেন সুপ্রিমকোর্টের আপিল বিভাগ। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলো থেকে আয়কর আদায়ে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এনবিআর-এর জারি করা দুটি প্রজ্ঞাপনকে অবৈধ মর্মে হাইকোর্ট যে রায় দিয়েছিলেন তা বাতিল করে এই রায় দিয়েছেন আপিল বিভাগ। হাইকোর্টের রায়ের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রপক্ষের করা ৪৪টি আপিল নিস্পত্তি করে মঙ্গলবার অবসরে যাওয়ার আগে আপিল বিভাগের জৈষ্ঠ বিচারপতি বোরহান উদ্দিনের নেতৃত্বাধীন আপিল বেঞ্চ এই রায় দেন।

(রেডিও টুডে :১৮৪৫ ঘ. ২৭.০২.২০২৪। আসাদ)

ভিকারুন্নেসা নুন স্কুল এন্ড কলেজের বরখাস্ত হওয়া শিক্ষক মুরাদ হোসেনকে দুই দিনের রিমান্ড

যৌন নির্যাতনের দায়ে অভিযুক্ত ভিকারুন্নেসা নুন স্কুল এন্ড কলেজের আজিমপুর শাখার শিক্ষক মুরাদ হোসেন সরকারের দুই দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেছেন আদালত। মঙ্গলবার বিকেলে ঢাকার মুখ্য মহানগর হাকিম আদালত রিমান্ডের এই আদেশ দেন। এর আগে মুরাদকে আদালতকে প্রেরণ করে সাত দিনের রিমান্ডের আবেদন করে পুলিশ। গতকাল সোমবার দিবাগত রাত বারোটার দিকে রাজধানীর কলাবাগানের বাসা থেকে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়। এ দিন রাতে কলেজের পরিচালনা কমিটির জরুরী সভায় মুরাদ হোসেনকে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়। একইসঙ্গে গভীরতর তদন্তের জন্য আরো একটি কমিটি গঠনের প্রস্তাব করা হয়েছে। (রেডিও টুডে :১৮৪৫ ঘ. ২৭.০২.২০২৪ আসাদ)

জাগো এফএম

পুলিশ জনগণের বন্ধু, এটা প্রতিষ্ঠিত হওয়া একান্ত দরকার : প্রধানমন্ত্রী

পুলিশ বাহিনীর কর্মনিষ্ঠা, সাহসিকতা ও পেশাদারিত্বের মাধ্যমে পুলিশ জনগণের বন্ধু, এটা প্রতিষ্ঠিত হওয়া একান্ত দরকার বলে মনে করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। মঙ্গলবার, ২৭শে ফেব্রুয়ারি সকাল সাড়ে ১০টায় রাজারবাগ পুলিশ লাইন্স মাঠে পুলিশ সপ্তাহ উদ্‌বোধন করে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এ কথা বলেন তিনি। উদ্‌বোধন শেষে দেওয়া বক্তব্যে শেখ হাসিনা বলেন, 'দেশের মানুষ যখনই কোনো বিপদে পড়ে সবার আগে আশ্রয় খোঁজে পুলিশের কাছে। পুলিশ জনগণের বন্ধু, এটা সব সময় হয়ে আসছে। এটা প্রতিষ্ঠিত হওয়া একান্ত দরকার। পুলিশ বাহিনীকে মানুষের সেবায় আমরা গড়ে তুলছি।' তিনি বলেন, 'প্রাকৃতিক দুর্যোগে পুলিশ বিশেষ ভূমিকা রেখেছে। করোনায় যখন আত্মীয়-স্বজন পাশে ছিল না, পুলিশ ছিল মানুষের পাশে। মৃত লাশ দাফন-কাফনের ব্যবস্থাও করেছে।' সরকারপ্রধান বলেন, 'রাজনৈতিক আন্দোলনের নামে অগ্নিসংযোগে বাধা দিতে যাওয়ায় পুলিশের উপরও হামলা হয়েছে। তাদের পিটিয়ে মারা হয়েছে। জনগণের জানমাল রক্ষায় পুলিশ জীবন দিয়েছে; জনগণের জানমাল রক্ষা করেছে। ২০২৩ সালের ২৮শে অক্টোবর রাজারবাগে ঢুকে ওই জামায়াত-বিএনপি হামলা করেছে। পুলিশ ধৈর্যের সঙ্গে এগুলো মোকাবিলা করেছে। জাতিসংঘের শান্তি রক্ষা মিশনে গিয়েও আমাদের পুলিশ বাহিনী বীরত্বপূর্ণ অবদান রেখেছে। অনেকে জীবনও দিয়েছে। শুধু বাংলাদেশে নয়, বিশ্বেও শান্তি রক্ষায় তাদের অবদানের জন্য আমি ধন্যবাদ জানাই।' 'স্মার্ট পুলিশ, স্মার্ট দেশ, শান্তি-প্রগতির বাংলাদেশ' প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে শুরু হয়েছে পুলিশ সপ্তাহ-২০২৪। বার্ষিক পুলিশ প্যারেডের মধ্য দিয়ে শুরু হয়েছে এবারের পুলিশ সপ্তাহ। ২০২২ সালের ১লা ডিসেম্বর থেকে চলতি বছরের ১০ই জানুয়ারি পর্যন্ত অসীম সাহসিকতা ও বীরত্বপূর্ণ কাজের স্বীকৃতি হিসেবে ৩৫ জন পুলিশ সদস্যকে বাংলাদেশ পুলিশ পদক, বিপিএম, ৬০ জনকে রাষ্ট্রপতির পুলিশ পদক, পিপিএম এবং গুরুত্বপূর্ণ মামলার রহস্য উদঘাটন, অপরাধ নিয়ন্ত্রণ, দক্ষতা, কর্তব্যনিষ্ঠা, সততা ও শৃঙ্খলামলূক আচরণের মাধ্যমে প্রশংসনীয় অবদানের জন্য ৯৫ জন পুলিশ সদস্যকে বাংলাদেশ পুলিশ পদক, বিপিএম-সেবা এবং ২১০ জনকে রাষ্ট্রপতির পুলিশ পদক, পিপিএম-সেবা পদকে ভূষিত করা হয়। প্রধানমন্ত্রী পদকপ্রাপ্তদের পদক পরিয়ে দেন। (জাগো এফএম ওয়েব পেজ : ২৭.০২.২০২৪ প্রতীক)

৪০০ পুলিশ সদস্যকে বিপিএম-পিপিএম পদক পরিয়ে দিলেন প্রধানমন্ত্রী

'স্মার্ট পুলিশ স্মার্ট দেশ, শান্তি প্রগতির বাংলাদেশ' প্রতিপাদ্যে রাজারবাগ পুলিশ লাইন্স মাঠে বার্ষিক পুলিশ প্যারেডের মধ্য দিয়ে 'পুলিশ সপ্তাহ-২০২৪' উদ্‌বোধন করেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। সাহসিকতা ও বীরত্বপূর্ণ কাজের স্বীকৃতি হিসেবে এবার সর্বাধিক সংখ্যক ৪০০ পুলিশ সদস্যকে বাংলাদেশ পুলিশ পদক, বিপিএম এবং রাষ্ট্রপতি পুলিশ পদক, পিপিএম পরিয়ে দেন প্রধানমন্ত্রী। এ সময় জীবন উৎসর্গকারী নয়জনের পরিবারের সদস্যদের হাতে মরণোত্তর বাংলাদেশ পুলিশ পদক, বিপিএম তুলে দেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। অসীম সাহসিকতা ও বীরত্বপূর্ণ কাজের স্বীকৃতি স্বরূপ ৩৫ জন পুলিশ সদস্যকে বাংলাদেশ পুলিশ পদক, বিপিএম, ৬০ জনকে রাষ্ট্রপতি পুলিশ পদক, পিপিএম এবং গুরুত্বপূর্ণ মামলার রহস্য উদঘাটন, অপরাধ নিয়ন্ত্রণ, দক্ষতা, কর্তব্যনিষ্ঠা, সততা ও শৃঙ্খলামলূক আচরণের মাধ্যমে প্রশংসনীয় অবদানের জন্য ৯৫ জন পুলিশ সদস্যকে 'বাংলাদেশ পুলিশ পদক বিপিএম-সেবা' এবং ২১০ জনকে রাষ্ট্রপতি পুলিশ পদক, পিপিএম-সেবা পদকে ভূষিত করা হয়। বিপিএম সাহসিকতা ও সেবা এবং পিপিএম সাহসিকতা ও সেবা, এই চারটি ক্যাটাগরিতে প্রতিবছর এই পুরস্কার দেওয়া হয়। যারা এ পদকে ভূষিত হন তাদের নামের শেষে বিপিএম-পিপিএম উপাধি যুক্ত হয়। এদিকে, ২০২২ সালে অসীম সাহসিকতা ও বীরত্বপূর্ণ কাজের স্বীকৃতি হিসেবে ১১৫ পুলিশ সদস্য বাংলাদেশ পুলিশ পদক, বিপিএম ও রাষ্ট্রপতি পুলিশ পদক, পিপিএম দেওয়া হয়। ২০২০ ও ২০২১ সালে দেওয়া হয় ২৩০ পুলিশ সদস্যকে। ২০২০ সালে বাংলাদেশ পুলিশ পদক, বিপিএম এবং প্রেসিডেন্ট পুলিশ পদক, পিপিএম পান ১১৮ জন। ২০১৯ সালে ৩৪৯ জন পুলিশ সদস্যকে বিপিএম-পিপিএম পদক দেওয়া হয়েছিল। এর আগে যথাক্রমে ২০১৮ সালে ১৮২ জন, ২০১৭ সালে ১৩২ জন, ২০১৬ সালে ১২২ জন, ২০১৫ সালে ৮৬ জন কর্মকর্তা বিপিএম-পিপিএম পদক পেয়েছেন। (জাগো এফএম ওয়েব পেজ : ২৭.০২.২০২৪ প্রতীক)

সাইবার পুলিশ ইউনিট গঠন করা হবে : প্রধানমন্ত্রী

বিগত কয়েক বছর ধরে সাইবার অপরাধ বেড়েছে। সাইবার অপরাধ নিয়ন্ত্রণে পৃথক ইউনিটের ঘোষণা দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। তিনি বলেন, 'পুলিশের একটি পূর্ণাঙ্গ সাইবার পুলিশ ইউনিট স্থাপনের পরিকল্পনা রয়েছে।' মঙ্গলবার, ২৭শে ফেব্রুয়ারি সকাল সাড়ে ১০টায় রাজারবাগ পুলিশ লাইন্স মাঠে পুলিশ সপ্তাহ উদ্‌বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি একথা বলেন। প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'সাইবার অপরাধ এবং এর সঙ্গে যুক্ত ফাইন্যান্সিয়াল, ক্রাইম, মানি লন্ডারিংয়ের মতো অপরাধগুলো মোকাবিলায় সাইবার পুলিশ সেন্টার স্থাপন করা হয়েছে। একটি পূর্ণাঙ্গ সাইবার পুলিশ ইউনিট স্থাপনের পরিকল্পনা আমাদের রয়েছে।' তিনি বলেন, 'বাংলাদেশ পুলিশে এরই মধ্যে ডিএনএ ল্যাব, আধুনিক ফরেনসিক ল্যাব, অটোমেটেড ফিঙ্গার প্রিন্ট আইডেন্টিফিকেশন সিস্টেম, আইএফআইসি এবং আধুনিক রাসায়নিক পরীক্ষাগার স্থাপন করা হয়েছে। কয়েকটি বিভাগীয় শহরে এ সব ল্যাবের কার্যক্রম চলমান। ভবিষ্যতে প্রতিটি বিভাগে এ ধরনের ল্যাব স্থাপন করার পরিকল্পনা আমাদের রয়েছে।' তিনি আরো বলেন, 'আমরা জঙ্গি ও সন্ত্রাসবাদ নির্মূলে পুলিশে অ্যান্টি টেরোরিজম ইউনিট, এটিইউ এবং কাউন্টার টেরোরিজম এ্যান্ড ট্রান্সন্যাশনাল ক্রাইম ইউনিট, সিটিটিসি গঠন করেছি। অপরাধ নিয়ন্ত্রণ ও দমনে গঠন করা হয়েছে পুলিশ ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশন, পিবিআই, হাইওয়ে পুলিশ, ইন্ডাস্ট্রিয়াল পুলিশ, ট্যুরিস্ট পুলিশ, নৌ পুলিশ, এ্যান্টি টেররিজম ইউনিট, স্পেশাল সিকিউরিটি এ্যান্ড প্রটেকশন ব্যাটালিয়ন ও এমআরটি পুলিশ।' শেখ হাসিনা বলেন, 'রোহিঙ্গা ক্যাম্পগুলোর নিরাপত্তায় আর্মড পুলিশের ২টি এবং র‌্যাবের ১টি ব্যাটালিয়ন মোতায়েন করা হয়েছে।' প্রধানমন্ত্রী আরো বলেন, 'পুলিশের ব্যবস্থাপনায় জনপ্রিয় জাতীয় জরুরি সেবা ৯৯৯-এ গত ছয় বছরে প্রায় সোয়া পাঁচ কোটি কল রিসিভ হয়েছে। এরমধ্যে প্রায় সোয়া দুই কোটি সেবা প্রত্যাশীকে জরুরি সেবা প্রদান করা হয়েছে। জরুরি সেবা ৯৯৯-কে আরো সমৃদ্ধ করা হবে। পুলিশ স্টাফ কলেজ এখন আন্তর্জাতিকমানের প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান। বাংলাদেশ পুলিশ একাডেমি-সহ পুলিশ ট্রেনিং সেন্টারগুলোতে আমরা যুগোপযোগী প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করেছি। টাঙ্গাইল পুলিশ ট্রেনিং সেন্টারকে জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা প্রশিক্ষণের উৎকৃষ্ট কেন্দ্রে পরিণত করেছি। পুলিশ সদস্যদের বৈদেশিক প্রশিক্ষণের ক্ষেত্র বৃদ্ধি করা হয়েছে।' শেখ হাসিনা বলেন, 'আমরা খানা, ফাঁড়ি, তদন্তকেন্দ্র, ব্যারাক, আবাসিক ভবনের জন্য জমি বরাদ্দ-সহ এসব স্থাপনা নির্মাণে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করেছি। পুলিশ হেডকোয়ার্টার্সে ২০ তলা এনসিকম ভবন, এসবি ও সিআইডির আধুনিক ভবন, ১০১টি আধুনিক থানা ভবন নির্মাণ করেছি। আরো অনেক উন্নয়নমূলক কার্যক্রম বর্তমানে চলমান রয়েছে।' প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন, 'পুলিশে একটি পূর্ণাঙ্গ এভিয়েশন ইউনিট গঠনের প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে। পুলিশ বাহিনীর কার্যক্রমে শিগগির দুটি হেলিকপ্টার যুক্ত হতে চলেছে। বিভিন্ন অনলাইন ভিত্তিক সেবা ও মোবাইল অ্যাপস প্রবর্তন, অনলাইন জিডি, ই-ট্রাফিক প্রসিকিউশন এবং পুলিশ ক্লিয়ারেন্স সার্টিফিকেটের জন্য ই-সার্ভিস চালু করা হয়েছে। প্রতিটি থানায় নারী-শিশু-বয়স্ক ও প্রতিবন্ধী ডেস্ক স্থাপন করা হয়েছে। আমরা পুলিশের জনবল ব্যাপকহারে বৃদ্ধি করেছি। সুপার নিউমারারি পদ সৃষ্টি করে পুলিশ কর্মকর্তাদের পদোন্নতি দিয়েছি। গ্রেড-১ ও গ্রেড-২ পদের সংখ্যা বৃদ্ধি করেছি। পুলিশ কল্যাণ ট্রাস্টের অধীনে অত্যন্ত পরিচালিত কমিউনিটি ব্যাংকের মাধ্যমে পুলিশ ও সাধারণ জনগণ আধুনিক ব্যাংকিং সুবিধা পাচ্ছেন।' (জাগো এফএম ওয়েব পেজ : ২৭.০২.২০২৪ প্রতীক)

যুক্তরাষ্ট্র যা বলেছে তাতে বিএনপির আশাবাদী হওয়ার কিছু নেই : সেতুমন্ত্রী

যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধি দলের সর্বশেষ সফরেও তারা বাংলাদেশের সঙ্গে সম্পর্ক এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার কথা বলেছেন। তারা শেষ কথা যা বলেছেন তাতে বিএনপির আশাবাদী হওয়ার মতো কিছু নেই বলে মন্তব্য করেছেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এবং সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের। ওবায়দুল কাদের বলেন, ‘বিদেশিদের সঙ্গে বন্ধুত্ব চায় আওয়ামী লীগ সরকার। তবে কেউ প্রভুত্ব করতে আসতে চাইলে মানবে না। আমরা বিদেশি বন্ধুর সঙ্গে বন্ধুত্ব চাই। অর বন্ধুর পরিবর্তে যারা প্রভুর ভূমিকায় আসতে চায় সেই প্রভুর দাসত্ব আমরা মানি না।’ মঙ্গলবার, ২৭শে ফেব্রুয়ারি দুপুরে রাজধানীর ধানমন্ডিতে আওয়ামী লীগ সভাপতির কার্যালয়ে সংবাদ সম্মেলনে এসব কথা বলেন তিনি। বিএনপি নেতাদের মিথ্যাচারের ভাঙা রেকর্ড শুনতে শুনতে কান ঝাঁঝরা হয়ে গেছে মন্তব্য করে সেতুমন্ত্রী বলেন, ‘এখন তাদের গলার জোর একটু কমে গেছে। মুখে বিষটা আরো উগ্র হয়ে গেছে। তাদের আন্দোলনে ব্যর্থতা, নির্বাচনে না আসার ব্যর্থতা। এখন এই ব্যর্থতাই তাদের বেসামাল ও বেপরোয়া করেছে। তাদের এই নেতিবাচক মানসিকতা সরকারের ওপরে চাপাচ্ছে। যা বাস্তবে আমরা দেখি না।’ তিনি বলেন, ‘ষড়যন্ত্রের গন্ধ সব ব্যাপারে বলতে চাই না। এখন বিএনপির কোনো প্রতিক্রিয়া নেই। কারণ তারা বলেছিল নির্বাচন হবে না। নির্বাচন হলে পাঁচদিনও টিকবে না। তারা যুক্তরাষ্ট্রের কাছে যা চায়, সেই চাওয়াটা পাওয়া হয়নি। তারা শুনতে চেয়েছিল সরকারের ওপরে নিষেধাজ্ঞা আসবে। ভিসানীতি আরোপ হবে, এমন স্বপ্ন নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধি দলের সঙ্গে বৈঠকে গেছে। কিন্তু তারা তাদের কথা বলেছেন। যুক্তরাষ্ট্র প্রতিনিধি দল যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষে বাংলাদেশের সঙ্গে সম্পর্ক এগিয়ে নেওয়ার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেছে।’ দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির কারণে জনগণ সরকারের বিরুদ্ধে যেতে পারে, এমন আশঙ্কা আছে কি না, প্রশ্নের জবাবে ওবায়দুল কাদের বলেন, ‘আমাদের দেশের জনগণ প্রমাণ করেছে তারা এত উসকানি, এত আন্দোলন যে বাংলাদেশ উত্তাল সাগর হয়ে যাবে, এসবের পরও তাদের ওই পিকনিক পার্টি সমাবেশে জনগণ প্রলুব্ধ হয়নি, প্ররোচিতও হয়নি।’ দেশের জনগণ সারা বিশ্বের খবর রাখে মন্তব্য করে তিনি বলেন, ‘সারা বিশ্বের সব খবর নিয়ে গ্রামে চায়ের দোকানে

রীতিমতো গবেষণা হয়। মানুষ বুঝে এখানে সরকারের দোষ নেই। বিশ্বে যে সংকট দ্রব্যমূল্য নিয়ে, সে দ্রব্যমূল্য বাংলাদেশের একার সমস্যা নয়। সারা দুনিয়াতে জিনিসপত্রের দাম বাড়ছে। পৃথিবীর একটা দেশ দেখান যেখানে দ্রব্যমূল্য স্বাভাবিক অবস্থায় আছে। তবে আমাদের জনগণের ক্রয়ক্ষমতা এখনো আছে। আশা করি সামনের রমজানেও জিনিসপত্র পর্যাপ্ত থাকবে।' চাঁদাবাজির কারণে গরুর মাংসের দাম বাড়ছে, এমন অভিযোগের বিষয়ে সেতুমন্ত্রী বলেন, 'চাঁদাবাজির একটা বিষয় অবশ্যই আছে। প্রধানমন্ত্রী নিজেই এই চাঁদাবাজির বিরুদ্ধে কঠিন বক্তব্য রেখেছেন। সংশ্লিষ্ট সবাইকে এ ব্যাপারে ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশনা দিয়েছেন।' বাংলাদেশের বিদেশি ঋণ পরিশোধের বিষয়ে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে ওবায়দুল কাদের বলেন, 'বাংলাদেশের ঋণ খেলাপি হওয়ার রেকর্ড নেই, এবারো হবে না। তবে ঋণ বাড়তে পারে।' সংবাদ সম্মেলনে আরো উপস্থিত ছিলেন, আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক এস এম কামাল হোসেন, সুজিত রায় নন্দী-সহ কেন্দ্রীয় আওয়ামী লীগের নেতারা।
(জাগো এফএম ওয়েব পেজ : ২৭.০২.২০২৪ প্রতীক)

রাষ্ট্রদূতদের নিয়ে ট্রেনে চড়ে কক্সবাজারের পথে পররাষ্ট্রমন্ত্রী

কর্ণফুলী নদীর তলদেশে তৈরি বঙ্গবন্ধু টানেল পরিদর্শন শেষে বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রদূত ও তাদের প্রতিনিধিদের নিয়ে ট্রেনে করে কক্সবাজার ভ্রমণে যাচ্ছেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. হাছান মাহমুদ। যাত্রা শুরুর প্রাক্কালে চট্টগ্রাম রেল স্টেশনে তিনি বলেন, 'দেশের সামর্থ্য জানান দিতে রাষ্ট্রদূতদের নিয়ে বঙ্গবন্ধু টানেল পরিদর্শন ও কক্সবাজার দর্শনে যাওয়া হচ্ছে। এর মাধ্যমে বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধিদের মাধ্যমে কক্সবাজারের সৌন্দর্য ও আমাদের সামর্থ্যের কথা বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে যাবে।' মঙ্গলবার দুপুর পৌনে একটার দিকে চট্টগ্রাম রেল স্টেশনে গণমাধ্যমকে তিনি এসব কথা বলেন। পরে দুপুর ১টা ৫ মিনিটে চট্টগ্রাম-কক্সবাজার রুটের একটি বিশেষ ট্রেন দর্শনার্থীদের নিয়ে কক্সবাজারের উদ্দেশ্যে ছেড়ে যায়। মন্ত্রী জানান, 'পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অ্যাম্বাসেডর আউট রিচ-এর এর অংশ হিসেবে এই সফরের আয়োজন করা হয়েছে। এতে বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রদূত, হাইকমিশনার ও তাদের প্রতিনিধি এবং পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা অংশ নিয়েছেন।' ড. হাসান মাহমুদ বলেন, 'কর্ণফুলী নদীর তলদেশে যে টানেল, এটি দক্ষিণ এশিয়ার প্রথম টানেল। ভারত, পাকিস্তান, নেপাল-ভুটান কোথাও নদীর নিচে টানেল নেই। এ উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে বিদেশি রাষ্ট্রদূতরা যাতে আমাদের দেশকে জানেন। আমাদের দেশে কী ধরনের উন্নয়ন হচ্ছে তা যেন তারা জানেন। এ কারণে তাদের ঢাকার বাইরে নিয়ে আসা হয়েছে। সকালে আমরা বঙ্গবন্ধু টানেল পরিদর্শন করেছি। এখন ট্রেন যোগে কক্সবাজার যাচ্ছি। এটি আমাদের অনেকের জন্য এ রুটে প্রথম ট্রেন ভ্রমণ, যা আমাদের উন্নয়নের প্রতীক।' তিনি বলেন, 'চট্টগ্রাম থেকে ঘুমধুম পর্যন্ত রেললাইনের সমীক্ষা হয়েছে বৃটিশ আমলে। কিন্তু দোহাজারীর পর তা আর এগোয়নি। এ জনপদের মানুষ ১২৫ বছর আগে যে স্বপ্ন দেখেছে, বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা সে স্বপ্ন বাস্তবায়ন করেছেন। তাই আমরা রাষ্ট্রদূতদের ট্রেনে করেই কক্সবাজার নিয়ে যাচ্ছি।' এসময় সাংবাদিকদের পক্ষ থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনকে লেখা প্রধানমন্ত্রীর চিঠি সম্পর্কে জানতে চাওয়া হলে মন্ত্রী বিষয়টি দুই দেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়, যা চাইলেই তিনি প্রকাশ করতে পারেন না বলে উত্তর দেন। ইউরোপীয় ইউনিয়ন, রাশিয়া, চীন, কোরিয়া, ইতালি, ডেনমার্ক, কসোভো, পাকিস্তান, ফিলিপাইন, মালয়েশিয়া, থাইল্যান্ড, নেপাল, শ্রীলংকা, ভিয়েতনাম, ভ্যাটিকান, ভুটান, স্পেন, আর্জেন্টিনা, লিবিয়া, সিঙ্গাপুর, অস্ট্রেলিয়া, মিশর, ফ্রান্স এবং এফএও, আইইউটি, একেডিএন আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোর ২৪ জন মিশন প্রধান-সহ ৩৪ জন কূটনৈতিক সদস্য এই আউট রিচ কর্মসূচিতে অংশ নিচ্ছেন। এর আগে বেলা সাড়ে ১২টার দিকে বাংলাদেশ পুলিশের দুটি বাসে চড়ে রাষ্ট্রদূত, হাইকমিশনার ও তাদের প্রতিনিধি এবং পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা চট্টগ্রাম রেল স্টেশনে এসে পৌঁছান। (জাগো এফএম ওয়েব পেজ : ২৭.০২.২০২৪ প্রতীক)

৩৪ থেকে ৭০ পয়সা বাড়ছে বিদ্যুতের দাম, মার্চ থেকে কার্যকর : বিদ্যুৎ প্রতিমন্ত্রী

বিদ্যুতের দাম ইউনিট প্রতি সর্বনিম্ন ৩৪ পয়সা থেকে সর্বোচ্চ ৭০ পয়সা বাড়ছে বলে জানিয়েছেন বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ প্রতিমন্ত্রী নসরুল হামিদ। মঙ্গলবার, ২৭শে ফেব্রুয়ারি সচিবালয়ে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে প্রতিমন্ত্রী এ কথা জানান। বিদ্যুতের নতুন দাম মার্চ মাস থেকে কার্যকর হবে বলেও জানিয়েছেন বিদ্যুৎ প্রতিমন্ত্রী। গ্যাসের দামও বাড়ছে। তবে বাসাবাড়ির গ্রাহক ও শিল্প পর্যায়ে গ্যাসের দাম এখন বাড়বে না। শুধু যে গ্যাস ব্যবহার করে বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হয় সেই গ্যাসের দাম বাড়ছে বলেও জানিয়েছেন নসরুল হামিদ। প্রতিমন্ত্রী বলেন, 'যে কোনো দেশে জ্বালানির ওপরই বিদ্যুতের দাম ওঠানামা করে। কাজেই ওটার সঙ্গে আমাদের সমন্বয় করতে হবে, এছাড়া উপায় নেই। লাইফ লাইন গ্রাহক আছেন এক কোটি ৪০ লাখ, তারা চার টাকা করে বিল ইউনিট প্রতি দেন, ওপরে যারা আছেন ৭ টাকা করে তাদের চার্জ হয়। কিন্তু গড়ে আমাদের উৎপাদন খরচ ১২ টাকা।' সরকারের একটা বড় অংশ এখানে ভর্তুকি হিসেবে দিতে হয় জানিয়ে নসরুল হামিদ বলেন, 'ডলারের দামের পার্থক্যের কারণে ভর্তুকি আরো বেশি বেড়েছে। আমাদের লক্ষ্যমাত্রা হলো আগামী তিন বছর আমরা এটাকে সমন্বয় করব। যাতে সহনীয় পর্যায়ে থেকে সমন্বয়টা হয়, সেটার একটা ব্যবস্থা আমরা নিয়েছি।' বিদ্যুতের দাম বাড়ানোর বিষয়ে তিনি বলেন, 'নিচের লেভেলে হয়ত ৩৪ পয়সা, ওপর লেভেলে হয়ত ৭০ পয়সা, এভাবে আমরা মূল্যটা সমন্বয় করব।' মার্চ থেকে নতুন বিদ্যুতের দাম কার্যকর হবে জানিয়ে প্রতিমন্ত্রী বলেন, 'পরবর্তী সময়ে মূল্য সমন্বয়ে হয়ত আমরা অল্প, ধীরে ধীরে যাব।' 'মার্চের প্রথম সপ্তাহ থেকে তেলের অ্যাডজাস্টমেন্ট শুরু হবে অর্থ মন্ত্রণালয়ের সম্মতিক্রমে। আমরা ডায়নামিক প্রাইসিং-এ যাচ্ছি।

ডায়নামিক প্রায়সিংয়েও একই অবস্থা, যদি বিশ্ববাজারে ক্রুডের দাম বাড়ে সেটার সঙ্গে সমন্বয় হবে। যদি বিশ্ববাজারে ক্রুডের দাম কমে সেটার সঙ্গে সমন্বয় হবে।' বলেন নসরুল হামিদ। বিদ্যুৎ ও জ্বালানি প্রতিমন্ত্রী বলেন, 'এখন থেকে বলা যায় যে, বিদ্যুতের ক্ষেত্রে ভর্তুকি থেকে ধীরে ধীরে বেরিয়ে যাওয়ার জন্য মূল্য সমন্বয়ে যাচ্ছি। তেলের ক্ষেত্রে আমরা ডায়নামিক প্রাইসিংয়ে যাচ্ছি।' গ্যাসের মূল্যবৃদ্ধির গেজেট আজ হবে। বিদ্যুতেরটা দুই-একদিনের মধ্যে এসে যাবে। সেখানে বিস্তারিত থাকবে বলেও জানান নসরুল হামিদ। গ্যাসের দাম বাড়ানোর বিষয় তিনি বলেন, 'গ্যাসের মূল্য সমন্বয় গ্রাহক পর্যায়ে হচ্ছে না, বিদ্যুতের হচ্ছে। গ্যাসের আবাসিক পর্যায়ে ব্যবহারের ক্ষেত্রে দাম বাড়ছে না। শিল্পেও গ্যাসের দাম বাড়ছে না। বিদ্যুতের ক্ষেত্রে যে গ্যাস দেওয়া হয় সেখানে আমরা কিছুটা সমন্বয় করছি।' তিনি বলেন, 'যে গ্যাস বিদ্যুতে দেওয়া হয় সেখানে ৭৫ পয়সা বাড়বে অর্থাৎ এটা ইন্টারনাল।' প্রতিমন্ত্রী বলেন, 'বিদ্যুতের ক্ষেত্রে ডলারে দামের কারণে যে বাড়তি অংশ ভর্তুকিতে দিতে হচ্ছে সেই জায়গাটায় আমাদের মূল্য সমন্বয় করতে হচ্ছে।' এ বছর বিদ্যুতের ক্ষেত্রে ৪৩ হাজার কোটি টাকা ভর্তুকি আসবে জানিয়ে প্রতিমন্ত্রী বলেন, 'জ্বালানির ক্ষেত্রে ৬ হাজার কোটি টাকার মতো ভর্তুকি আসবে। এগুলো আগামী কয়েক বছরের মধ্যে আমরা সমন্বয়ে যাব। এরই মধ্যে আমরা কুইক রেন্টাল থেকে বেরিয়ে এসেছি। ডিজেল থেকে বেরিয়ে এসেছি।' (জাগো এফএম ওয়েব পেজ : ২৭.০২.২০২৪ প্রতীক)

দেশে খাদ্য মজুদ আছে ১৬ লাখ ৭৯ হাজার মেট্রিক টন : খাদ্যমন্ত্রী

দেশে বর্তমানে সরকারি খাদ্য গুদামে মোট ১৬ লাখ ৭৯ হাজার মেট্রিক টন খাদ্যশস্য মজুদ রয়েছে বলে জানিয়েছেন খাদ্যমন্ত্রী সাধন চন্দ্র মজুমদার। খাদ্যশস্যের এ মজুত সন্তোষজনক বলেও উল্লেখ করেন তিনি। মঙ্গলবার, ২৭শে ফেব্রুয়ারি জাতীয় সংসদ অধিবেশনে আওয়ামী লীগ দলীয় সংসদ সদস্য আনোয়ারুল আজীম আনারের এক প্রশ্নের লিখিত উত্তরে খাদ্যমন্ত্রী এ তথ্য জানান। এসময় স্পিকার ড. শিরীন শারমিন চৌধুরী অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন। সাধন চন্দ্র মজুমদার বলেন, 'চলতি বছর ২০শে ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত হিসাবে সরকারি খাদ্য গুদামে মোট ১৬ লাখ ৭৯ হাজার মেট্রিক টন খাদ্যশস্য মজুদ রয়েছে। মজুদকৃত খাদ্যশস্যের মধ্যে রয়েছে ১৪ লাখ ৩৮ হাজার মেট্রিক টন চাল ও ২ লাখ ৪১ হাজার মেট্রিক টন গম। খাদ্য মজুদ বর্তমানে সন্তোষজনক।' তিনি বলেন, 'দেশে খাদ্যশস্যের মজুদ আরো বাড়ানোর লক্ষ্যে সরকার অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক সূত্রে চাল ও গম সংগ্রহ এবং আমদানি কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। যার মধ্যে রয়েছে, চলতি আমন সংগ্রহ মৌসুমের আওতায় গত ২৩শে নভেম্বর থেকে ২ লাখ মেট্রিক টন ধান এবং ৪ লাখ মেট্রিক টন সেদ্ধ চাল ও ১ লাখ মেট্রিক টন আতপ চাল সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে সংগ্রহ অভিযান শুরু হয়। যা ২৮শে ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত চলবে।' মন্ত্রী বলেন, 'পরবর্তী সময়ে এ লক্ষ্যমাত্রা পরিবর্তন করে ৪ লাখ মেট্রিক টন সেদ্ধ চালের পরিবর্তে ৫ লাখ ৬৭ হাজার ৪৪৬ মেট্রিক টন সেদ্ধ চাল এবং ৫০ হাজার মেট্রিক টন আতপ চাল অভ্যন্তরীণ বাজার থেকে কেনার সিদ্ধান্ত হয়েছে।' তিনি বলেন, 'চলতি ২০২৩-২৪ অর্থবছরের বাজেটে ৬ লাখ ৫০ হাজার মেট্রিক টন গম ও ১ লাখ ৫০ হাজার মেট্রিক টন চাল আমদানির জন্য অর্থ বরাদ্দ রাখা হয়েছে। এ বাজেট বরাদ্দের বিপরীতে উন্মুক্ত দরপত্র ও জিটুজির আওতায় এরই মধ্যে ৫ লাখ মেট্রিক টন গম আমদানির চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে। সম্পাদিত চুক্তির বিপরীতে গত ১৭ই ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত ৩ লাখ ৫৭ হাজার ৬২৭ মেট্রিক টন গম আমদানি সম্পন্ন হয়েছে। চুক্তির অবশিষ্ট গমের খালাস কার্যক্রম চলমান রয়েছে। চলতি অর্থবছরে বিদেশ থেকে এখন পর্যন্ত কোনো চাল আমদানির কার্যক্রম নেওয়া হয়নি।' (জাগো এফএম ওয়েব পেজ : ২৭.০২.২০২৪ প্রতীক)

স্বাস্থ্যখাতে এত অসঙ্গতি, মন্ত্রী হিসেবে দায় এড়ানো সম্ভব নয় : স্বাস্থ্যমন্ত্রী

স্বাস্থ্যখাতে এত অসঙ্গতি, এর কোনোটার দায়ই মন্ত্রী হিসেবে এড়ানো সম্ভব নয় বলে মন্তব্য করেছেন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণমন্ত্রী সামন্ত লাল সেন। মঙ্গলবার, ২৭শে ফেব্রুয়ারি সচিবালয়ে নিজ দফতরের বাইরে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে তিনি এমন মন্তব্য করেন। মন্ত্রী বলেন, 'ওষুধ ও হার্টের রিং, উভয়ের দাম নির্ধারণেই বৈঠক বসেছে। তবে দাম কমাতেই হবে। স্বাস্থ্যখাতে এত অসঙ্গতি, এর কোনোটার দায়ই মন্ত্রী হিসেবে এড়ানো সম্ভব নয়। দায় মাথায় নিয়েই কাজ করা হবে।' এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, 'অবৈধ হাসপাতাল-ক্লিনিক-ডায়াগনস্টিক সেন্টারের বিরুদ্ধে অভিযান চলবে, যে কোনোদিন মন্ত্রী হিসেবে অভিযানে যাওয়া হবে।' অভিযানে অবৈধ প্রতিষ্ঠানগুলো থেকে চিকিৎসাসেবা নেওয়া মানুষের ভোগান্তির বিষয়ে সামন্ত লাল সেন বলেন, 'ভুল জায়গায় চিকিৎসা নেওয়ার চেয়ে চিকিৎসা না নেওয়া ভালো। সঠিক জায়গায় চিকিৎসা নেওয়া উচিত।'

(জাগো এফএম ওয়েব পেজ : ২৭.০২.২০২৪ প্রতীক)

৫ বছরে ৬০ লাখ কর্মী বিদেশে পাঠানোর পরিকল্পনা সরকারের : প্রবাসী কল্যাণ প্রতিমন্ত্রী

আগামী ৫ বছরে ৬০ লাখ কর্মী বিদেশে পাঠানোর কর্মপরিকল্পনা রয়েছে বলে জানিয়েছেন প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান প্রতিমন্ত্রী শফিকুর রহমান চৌধুরী। মঙ্গলবার, ২৭শে ফেব্রুয়ারি জাতীয় সংসদের অধিবেশনে আওয়ামী লীগের সংসদ সদস্য নুরুন্নবী চৌধুরীর এক প্রশ্নের লিখিত উত্তরে প্রতিমন্ত্রী এ তথ্য জানান। এ সময় স্পিকার ড. শিরীন শারমিন চৌধুরী অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন। শফিকুর রহমান চৌধুরী বলেন, 'গত বছর বিদেশে কর্মী পাঠানো হয় ১৩ লাখ ৫ হাজার ৪৫৩ জন। বিদেশে কর্মী পাঠানো একটি চলমান প্রক্রিয়া। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের দূরদৃষ্টি এবং সঠিক ও সময়োপযোগী কূটনৈতিক তৎপরতায় স্বাধীনতার পরপরই বাংলাদেশি নাগরিকদের জন্য অভিবাসন এবং বৈদেশিক কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছিল। তার ধারাবাহিকতায় ৬ হাজার ৮৭ জন কর্মী

পাঠানোর মধ্য দিয়ে বৈদেশিক কর্মসংস্থানের যাত্রা শুরু হয়।' তিনি বলেন, 'সরকারের নেওয়া পদক্ষেপের ফলে বিদেশে কর্মী পাঠানো উত্তরোত্তর বাড়ছে। ২০২২ সালে ১১ লাখ ৩৫ হাজার ৮৭৩ জন কর্মী বৈদেশিক কর্মসংস্থানের জন্য গমন করেছেন। ২০২৩ সালে এ সংখ্যা ১৩ লাখ ৫ হাজার ৪৫৩ জনে উন্নীত হয়েছে। আগামী পাঁচ বছরে ৬০ লাখ কর্মী বিদেশে পাঠানোর কর্মপরিকল্পনা রয়েছে।' (জাগো এফএম ওয়েব পেজ : ২৭.০২.২০২৪ প্রতীক)

দেশে ডলার ও আন্তর্জাতিক কিছু সংকট রয়েছে : বিমানমন্ত্রী

বেসামরিক বিমান ও পর্যটনমন্ত্রী মুহাম্মদ ফারুক খান বলেছেন, 'দেশে ডলার ও আন্তর্জাতিক কিছু সংকট রয়েছে। সেজন্য সিলেট ওসমানী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের নতুন টার্মিনাল, রানওয়ে সম্প্রসারণ ও কার্গো স্টেশন স্থাপনের মেগা প্রকল্পের কাজ শেষ করতে কিছুটা দেরি হচ্ছে।' মঙ্গলবার, ২৭শে ফেব্রুয়ারি দুপুরে সিলেট ওসমানী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজ পরিদর্শন শেষে তিনি একথা বলেন। মন্ত্রী বলেন, 'বিমানবন্দরে উন্নত রাডার স্থাপনের ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। আগামী দুই এক বছরের মধ্যে সিলেট ওসমানী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের সব সমস্যা সমাধান হবে।' ঢাকায় ও চট্টগ্রামে নতুন রাডার বসানো হয়েছে জানিয়ে তিনি বলেন, 'এরসঙ্গে আনুষঙ্গিক কিছু জিনিস স্থাপনের কাজ বাকি রয়েছে। বাংলাদেশের আকাশসীমা নিয়ন্ত্রণে কাজ চলছে। শিগগির সব কাজ সম্পন্ন করা হবে।' পরে বিমানবন্দরের নির্মিত কার্গো টার্মিনালের কাজের খোঁজখবর নেন এবং টার্মিনালের নকশা দেখে কাজের দিকনির্দেশনা দেন মন্ত্রী। এসময় উপস্থিত ছিলেন বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের সচিব মোকাম্মেল হোসেন, সিলেট সিটি কর্পোরেশনের মেয়র আনোয়ারুজ্জামান চৌধুরী-সহ স্থানীয় আওয়ামী লীগ ও প্রশাসনের কর্মকর্তারা। (জাগো এফএম ওয়েব পেজ : ২৭.০২.২০২৪ প্রতীক)

টেকসই খাদ্য নিরাপত্তায় মূল চ্যালেঞ্জ জলবায়ু পরিবর্তন : কৃষিমন্ত্রী

বাংলাদেশের জন্য ভবিষ্যতে খাদ্য উৎপাদন ও টেকসই খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে জলবায়ু পরিবর্তন মূল চ্যালেঞ্জ বলে মনে করেন কৃষিমন্ত্রী ড. মোঃ আব্দুস শহীদ। তিনি বলেছেন, 'দেশের ১৭ কোটি মানুষের খাদ্য নিরাপত্তার জন্য কৃষির গুরুত্ব অপরিসীম। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বর্তমান সরকারের কৃষিবান্ধব নীতির কল্যাণে খাদ্য নিরাপত্তা ও কৃষি উৎপাদনে অভাবনীয় সাফল্য অর্জিত হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী খাদ্য ঘাটতির দেশকে খাদ্যে উদ্বৃত্তের দেশে পরিণত করেছেন।' মঙ্গলবার, ২৭শে ফেব্রুয়ারি বিকেলে রাজধানীর হোটেল আমারিতে বাংলাদেশে জলবায়ু পরিবর্তন, খাদ্য নিরাপত্তা ও টেকসই কৃষির ক্ষেত্রে চ্যালেঞ্জ ও করণীয় বিষয়ে আন্তর্জাতিক সেমিনারে তিনি এসব কথা বলেন। আন্তর্জাতিক কৃষি গবেষণা প্রতিষ্ঠানসমূহের সংগঠন কনসাল্টেটিভ গ্রুপ অব ইন্টারন্যাশনাল এগ্রিকালচারাল রিসার্চ, সিজিআইএআর এ অনুষ্ঠান আয়োজন করে। কৃষিমন্ত্রী বলেন, 'জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ দেশের একটি বাংলাদেশ। জলবায়ু পরিবর্তন ভবিষ্যতে খাদ্য উৎপাদন বিশেষ করে ধানের উৎপাদনে প্রত্যক্ষ ঝুঁকি তৈরি করবে, ধানের উৎপাদনে নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে। এসব বিষয় বিবেচনায় নিয়ে বর্তমান সরকার জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব মোকাবিলায় অগ্রাধিকার ভিত্তিতে কাজ করছে। সরকারের লক্ষ্য টেকসই, নিরাপদ ও লাভজনক কৃষিব্যবস্থা গড়ে তোলা। কৃষি মন্ত্রণালয়ের এক্সপার্ট পোলের সদস্য অধ্যাপক লুৎফুল হাসানের সভাপতিত্বে আন্তর্জাতিক ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট, ইরির বাংলাদেশ প্রতিনিধি হোমনাথ ভান্ডারি, ভিয়েতনামের কৃষি ও পল্লী উন্নয়ন মন্ত্রণালয়ের জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তা ডাউ দ্যা অ্যান, কম্বোডিয়ায় কৃষি, বন ও মৎস্য মন্ত্রণালয়ের উপমন্ত্রী ফেলোউন চ্যান, ইরির সিনিয়র বিজ্ঞানী বোয়র্ন ওলে স্যান্ডার প্রমুখ বক্তব্য রাখেন। সেমিনারে ১৭টি দেশের ৫০ জন প্রতিনিধি অংশ নেন। সিজিআইএআর এশিয়ান মেগা ডেল্টাস, এএমডি নিয়ে গবেষণা করছে। তার মধ্যে রয়েছে গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র বদ্বীপ বা বাংলাদেশ, ইরাবতী বদ্বীপ বা মিয়ানমার এবং মেকং বদ্বীপ বা ভিয়েতনাম ও কম্বোডিয়া। জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবিলা করে জলবায়ু সহনশীল কৃষিব্যবস্থা গড়ে তোলা ও উৎপাদনশীলতা বাড়ানোই এ গবেষণার লক্ষ্য।

(জাগো এফএম ওয়েব পেজ : ২৭.০২.২০২৪ প্রতীক)

দেশে বিশ্বমানের শিক্ষার পরিবেশ তৈরি করা হবে : তথ্যপ্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী

ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক বলেছেন, 'ট্যালেন্ট হান্টের মাধ্যমে প্রত্যন্ত গ্রামের মেধাবীদের জন্য দেশে বিশ্বমানের শিক্ষার পরিবেশ তৈরি করা হবে।' মঙ্গলবার, ২৭শে ফেব্রুয়ারি রাজধানীর বসুন্ধরায় আগা খান একাডেমি পরিদর্শন শেষে সাংবাদিকদের সঙ্গে মত বিনিময়কালে এসব কথা জানান তিনি। প্রতিমন্ত্রী বলেন, 'এ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে গ্রামের হতদরিদ্র ছেলে-মেয়েদের অত্যাধুনিক ও বিশ্ব নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে আগা খান একাডেমি এবং আইসিটি বিভাগ একসঙ্গে নলেজ পার্টনারশিপ সমঝোতা স্মারক করা হবে।' এছাড়া আর্টিফিশিয়াল ইন্টিলিজেন্স, এআই লিটারেসি ক্যাম্পেইন অ্যাওয়্যারনেস প্রোগ্রাম আগা খান একাডেমিতে চালু করা হবে বলেও তিনি জানান। প্রতিমন্ত্রী পলক বলেন, 'প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ৪টি স্তম্ভের ওপর ভিত্তি করে ২০৪১ সালের মধ্যে স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণের ঘোষণা দিয়েছেন। চারটি স্তম্ভের মধ্যে অন্যতম ও গুরুত্বপূর্ণ প্রধান স্তম্ভ হচ্ছে স্মার্ট সিটিজেন।' তিনি বলেন, 'স্মার্ট সিটিজেন তৈরির জন্য প্রয়োজন স্মার্ট এডুকেশনাল ইন্সটিটিউশন। স্মার্ট বাংলাদেশের স্মার্ট নাগরিকদের শুধু উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত করাই আমাদের লক্ষ্য নয়, এর সঙ্গে তাদের সৃজনশীল, উদ্ভাবনী, সমস্যা সমাধানকারী মানসিকতা, নৈতিক মূল্যবোধ শিক্ষা দেওয়াও আমাদের লক্ষ্য।' তিনি বলেন, 'শিবচরে শেখ হাসিনা ইনস্টিটিউট অব ফ্রন্টিয়ার টেকনোলজির মাধ্যমে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, রোবোটিক্স সম্পর্কে উৎসাহ দেওয়ার

ক্ষেত্রে, এটুআইয়ের মুক্তপাঠ, এডুহাব-সহ অনলাইন প্ল্যাটফর্মগুলোতে এবং শিক্ষা মন্ত্রণালয়, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে আগা খান একাডেমি ও আইসিটি বিভাগ নলেজ পার্টনার হিসেবে কাজ করবে। আমাদের একটাই লক্ষ্য প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলার আধুনিক রুপ স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ে তোলা। বিগত ১৫ বছরে তথ্যপ্রযুক্তি উপদেষ্টা সজীব ওয়াজেদ জয়ের পরামর্শ ও তত্ত্বাবধানে আমরা ডিজিটাল বাংলাদেশ সফলভাবে বাস্তবায়ন করেছি। ডিজিটাল বাংলাদেশ থেকে স্মার্ট বাংলাদেশের ট্র্যানজিশন অনেক চ্যালেঞ্জিং। শিক্ষা, প্রযুক্তি এবং জ্ঞানের ওপর নির্ভর করে সেই চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা সম্ভব এবং এ তিনটির ওপর নির্ভর করেই স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ে উঠবে।' পলক বলেন, 'সরকারি-বেসরকারি সেবা আরো সহজ করার লক্ষ্যে দেশে এআই পাওয়ার্ড গভর্নমেন্ট ব্রেইন তৈরি করা হচ্ছে।' তিনি বলেন, 'এআই-এর নেতিবাচক ব্যবহার কমানোর জন্য এবং ঝুঁকি কমানোর জন্য আমরা একটি এআই আইন করতে চাই। যেটা এখনো ড্রাফটিং পর্যায়ে আছে। আগামী ৫ বছরের মধ্যে সরকারি সব সেবা পেপারলেস-স্মার্ট, সব লেনদেন ক্যাশলেস, এবং সবগুলোকে ইন্টার-অপারেবল, ইন্টার-কানেক্টেড ও অটোমেটেড করা হবে।' আগা খান একাডেমি আমাদের সামনে রোল মডেল উল্লেখ করে প্রতিমন্ত্রী বলেন, 'তাদের সঙ্গে অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের আধুনিকায়ন সম্ভব। পাশাপাশি আইসিটি অ্যাজ এডুকেশন, এবং আইসিটি ইন এডুকেশনের ইউজ কেসের ব্যাপারে কাজ করা সম্ভব। এআই অ্যাওয়্যারনেস প্রোগ্রাম, ইনোভেশন চ্যালেঞ্জ ফান্ড এবং এডুকেশন ও নলেজ ইকোসিস্টেম গড়ে তোলার জন্য আগা খান একাডেমি এবং আইসিটি বিভাগ একসঙ্গে কাজ করবে।' (জাগো এফএম ওয়েব পেজ : ২৭.০২.২০২৪ প্রতীক)

সংরক্ষিত ৫০ নারী এমপির গেজেট প্রকাশ

দ্বাদশ জাতীয় সংসদের ৫০টি সংরক্ষিত নারী আসনে বিজয়ীদের চূড়ান্ত তালিকার গেজেট প্রকাশ করেছে নির্বাচন কমিশন, ইসি। মঙ্গলবার, ২৭শে ফেব্রুয়ারি নির্বাচন কমিশন বিজয়ীদের নাম ঘোষণার গেজেট প্রকাশ করে। নির্বাচনে দায়িত্বপ্রাপ্ত রিটার্নিং কর্মকর্তা, যুগ্ম সচিব মুনিরুজ্জামান তালুকদার জানান, 'দ্বাদশ জাতীয় সংসদের ৫০টি সংরক্ষিত নারী আসনের নির্বাচন উপলক্ষ্যে মনোনয়নপত্র দাখিলের নির্ধারিত সময়সূচি অনুযায়ী গত ১৮ই ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ও জোটের মনোনীত ৪৮ জন এবং জাতীয় পার্টি মনোনীত দুইজন অর্থাৎ মোট ৫০ জন প্রার্থীর মনোনয়নপত্র দাখিল করেন।' তিনি আরো জানান, 'দাখিল করা মনোনয়নপত্রসমূহ পূর্ব ঘোষিত সময়সূচি অনুসারে বাছাই পূর্বক ৫০ প্রার্থীর মনোনয়নপত্রই বৈধ ঘোষণা করা হয়। ঘোষিত সময়সূচি অনুযায়ী প্রার্থিতা প্রত্যাহারের নির্ধারিত সময় ২৫শে ফেব্রুয়ারির মধ্যে কোনো প্রার্থী প্রার্থিতা প্রত্যাহার করেননি। ফলে জাতীয় সংসদ নির্বাচন আইন, ২০০৪ এর ধারা ১২ এর উপধারা ১ অনুসারে প্রার্থীদের চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশ করা হলো।'
(জাগো এফএম ওয়েব পেজ : ২৭.০২.২০২৪ প্রতীক)

BBC

HOPE FOR GAZA CEASEFIRE BY NEXT WEEK: BIDEN

US President Joe Biden says he hopes to have a ceasefire in the war between Israel and Hamas in Gaza by Monday. His comments come amid reports of some progress in indirect negotiations involving Israeli and Hamas officials. It would involve aid deliveries to Gaza and the release of more hostages taken during the 7 October Hamas attacks. Israel has not commented and Hamas officials have indicated the two sides are not as close to a ceasefire deal as Mr Biden suggested. Qatar, which has been mediating in the talks alongside Egypt, said they were pushing hard for a deal and felt optimistic, but had nothing to announce. (BBC Web Page: 27/02/24, FARUK)

PROMINENT RUSSIAN HUMAN RIGHTS ACTIVIST JAILED

Oleg Orlov looked calm as he sat waiting for the judge to deliver the verdict. Room 518 in the courthouse was packed with well-wishers, foreign ambassadors and journalists. The judge entered the courtroom and began reading out the verdict. She declared the veteran human rights campaigner guilty of "repeatedly discrediting" the Russian armed forces. Having named the crime, she announced the punishment: Oleg Orlov, co-chair of the Nobel Peace Prize-winning organization "Memorial", was sent to prison for two and a half years. (BBC Web Page: 27/02/24, FARUK)

RUSSIAN DEFEAT IN UKRAINE VITAL FOR EUROPE: MACRON

French President Emmanuel Macron has said it is key for Europe's security to defeat Russia in Ukraine, amid urgent pleas for more weapons from Kyiv. He was speaking in Paris where he said that European leaders had agreed to set up a coalition to give Ukraine medium- and long- range missiles and bombs. He added that there was "no consensus" on sending Western troops to Ukraine but "nothing should be excluded". Russian troops made recent gains in Ukraine which faces big arms shortages. (BBC Web Page: 27/02/24, FARUK)

INDIA NAMES ASTRONAUTS FOR MAIDEN SPACE FLIGHT

India has unveiled four Air Force pilots who have been shortlisted to travel on the country's maiden space flight scheduled for next year. The Gaganyaan mission aims to send three astronauts to an orbit of 400Km and bring them back after three days. India's space agency Isro has been carrying out a number of tests to prepare for the flight. In October, a key test demonstrated that the crew could safely escape the rocket in case it malfunctioned. After it sources, Isro said a test flight would take a robot into space in 2024, before astronauts are sent into space in 2025. (BBC Web Page: 27/02/24, FARUK)

UN'S TOP COURT HEARS KEY CASE ON ISRAELI OCCUPATION

The UN's top court, the International Court of Justice (ICJ), is hearing the final arguments in a case challenging Israel's 56-year occupation of the West Bank and Gaza. The question at the heart of this week's hearings is: What are the legal consequences of Israel's occupation of the Palestinian territories? It may not have the drama of recent World Court cases, but leading international lawyer Phillipe Sands told the BBC "In terms of the legal outcomes, and solution that must ultimately be found, this is as significant as it gets." This case was initiated by a UN General Assembly (UNGA) resolution in December 2022, before the 7 October attacks by Hamas last year, and Israel's military response in the Gaza Strip.
(BBC Web Page: 27/02/24, FARUK)

DEMOCRATS BRACE FOR GAZA BACKLASH IN MICHIGAN VOTE

Voters in Michigan have been organizing for months to send Joe Biden a message during the state's primary on Tuesday: "No ceasefire. No vote." After President Biden narrowly defeated Donald Trump in Michigan in the last election in 2020, those efforts are a real cause of concern for the Biden team - the two are headed for a likely rematch in November. In a close presidential election - as predicted by most polls - experts say Michigan is a must-win state. (BBC Web Page: 27/02/24, FARUK)

DOZENS KILLED DURING PRAYERS AT BURKINA FASO MOSQUE

Dozens of people have been shot dead at a mosque on the same day that a church was attacked, say the authorities in Burkina Faso. It was during early-morning prayers on Sunday that the gunmen surrounded the mosque in Natiaboani town. "The victims were all Muslims, most of them men," a local resident told the AFP news agency. More than a third of Burkina Faso is currently under the control of insurgents. Reports say the attackers were Islamist fighters who also targeted soldiers and a self-defence militia stationed locally that same day.
(BBC Web Page: 27/02/24, FARUK)

THE YOUNG REFUSING TO BECOME MYANMAR'S HUMAN SHIELDS

A deadly stampede outside a passport office that took two lives and unending lines outside embassies - these are just some examples of what has been happening in Myanmar since the announcement of mandatory conscription into the military. Myanmar's military government is facing increasingly effective opposition to its rule and has lost large areas of the country to armed resistance groups. On 1 February 2021, the military seized power in a coup, jailing elected leaders and plunging much of the country into a bloody civil war that continues today. Thousands have been killed and the UN estimates that around 2.6 million people have been displaced. (BBC Web Page: 27/02/24, FARUK)

SWEDEN'S BID TO JOIN NATO CLEARS FINAL HURDLE

Sweden has cleared its final obstacle to joining Nato after Hungary's parliament voted to ratify the bid. The Nordic nation applied to join the defence alliance after Russia's full-scale invasion of Ukraine in 2022. Every member must approve a new joiner, and Hungary had delayed, accusing Sweden of being hostile to it. But last week Hungary's Prime Minister Viktor Orban said the two countries were now "prepared to die for each other". All Nato members are expected to help an ally which comes under attack. Swedish Prime Minister Ulf Kristersson said it was a "historic day" and a "big step" for Sweden to abandon 200 years of neutrality. (BBC Web Page: 27/02/24, FARUK)

PALESTINIAN PM RESIGNS OVER NEW GAZA REALITY

Palestinians Authority (PA) Prime Minister Mohammed Shtayyeh has resigned along with his government, which runs parts of the occupied West Bank. Mr Shtayyeh said new arrangements were needed to take account of the emerging reality in the Gaza Strip. President Mahmoud Abbas accepted his decision, which could pave the way for a technocratic government. Mr Abbas is under pressure from the US to reform the PA so it could govern Gaza after the Israel-Hamas war ends. Gaza's Hamas-run health ministry says at least 29,782 people have been killed in the territory since then, including 90 in the past 24 hours. (BBC Web Page: 27/02/24, FARUK)

:: The End ::